কুইনাইন।

এ দেশের লোকের জীবন।

তবে

কুইনাইনের এত অনাদর কেন?

কুইনাইনের ব্যবহার এত কম কেন?

কুইনাইন্ ব্যবহার করিতে লোকে এত ডরায় কেন?

জ্ঞানের অভাবে আমাদের যে ভুল হয়,

জ্ঞানের অভাবে কুইনাইন্ ব্যবহারেরও বেলায় আমাদের সেই ভুল ঘটিয়াছে।

সেই ভুল শুধ্‌রে দিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্য কখনও সফল হবে না।

"নিম নিশিন্দে যেথা।
মানুষ মরে সেথা?"

সে কালে নিম নিশিন্দে সম্বন্ধে লোকে যা বলিত,

এ কালে কুইনাইনের বেলায় লোকে ঠিক্ সেই কথা বলিলেই ভাল হয়।

বিদেশি বলিয়া কুইনাইনের গৌরব কমাইবার দিন আর নাই:

সে দিন গিয়াছে।

ডাক্তর শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

দাম—সাধারণের প্রতি ।০ আনা, গবর্ণমেণ্টের প্রতি /০ আনা।

ভূমিকা।

আমাদের এই ম্যালেরিয়াব দেশে কোটি কোটি দুঃস্থ লোকের জীবন রক্ষা করিবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট কি কাণ্ড কারখানা করিয়াছেন, বলি।

কুইনাইন্ এ দেশের লোকের জীবন; এ দেশের পোনর আনা উনিশ গণ্ডা লোক নিঃস্ব; বেশী দাম দিয়া কুইনাইন্ কিনিয়া খাওয়া তাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব; ধান চাইলের মত যে কুইনাইনের নিত্য দরকার, সাত সমুদ্র তের নদী পার সে কুইনাইন্ থাকিলে, এই ম্যালেরিয়া-দেশের কোটি কোটি লোক কি নিরুপায়! এ সব জানিয়া গবর্ণ-মেণ্ট দার্জ্জিলিঙে সিংকোনার একবারে বাগান তয়ের করিয়াছেন। সেই সিংকোনা গাছের

ছাল থেকে কুইনাইন্ তয়ের করিতেছেন। নি
কৃষকদেরও পক্ষে সুলভ করিবার জন্যে ে
কুইনাইন্ ডাকঘরে ডাকঘরে বিক্রির ব্যব
করিয়া দিয়াছেন। ডাকঘর থেকে যাঁরা কুইনাই
কিনিবে, কুইনাইনের ব্যবহার আর পথ্যে
নিয়ম তাদের শিখাইয়া দিবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট
"সহজ কুইনাইন্ ব্যবহার" নামে বৈ এক এব
খানি পোষ্ট-মাষ্টারদের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন
কুইনাইন্ ব্যবহার সম্বন্ধে এ দেশের শিক্ষিত
অশিক্ষিত, ভদ্র ইতর সকলেরই বিস্তর কুসংস্কার
আছে। সে বৈ খানিতে সে সব কুসংস্কার ঘুচাই-
বার কোন কথা নাই। সে সব কুসংস্কার
না ঘুচিলে, গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্য সফল
হবে না বলিয়া নদীয়া বিভাগের ডাকঘর সমূ-
হের সুযোগ্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই
বৈ খানি লিখিতে অনুরোধ করেন। বিশ বছ-
রেরও বেশী হইল কুইনাইন্ ব্যবহার সম্বন্ধে
আমি এক খানি চটি বৈ লিখিয়াছিলাম;
সে চটি বৈ খানি আজ্ও চলিত আছে। এই
দলিলেরই বলে আমি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়
কর্ত্তৃক এ বিষয়ে বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হই।

শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্র ইতর, কুইনাইনের
উপর সকলের এতই বিদ্বেষ যে, জ্বরের যে
অসুদে কুইনাইন্ নাই, তাঁদের কাছে সেই
অসুদ্‌ই অসুদ; আর কুইনাইন্ না দিয়া যাঁরা
জ্বর ভাল করিতে পারেন, তাঁদের কাছে তাঁরাই
যথার্থ চিকিৎসক। কুইনাইনের উপর
সাধারণের এ রকম বিদ্বেষ ভাব থাকিতে এ
দেশের লোকের নিস্তার নাই। তাতেই কুই-

নাইনের কথা এতে বিশেষ করিয়া বলিছি। কুইনাইন্ ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণের ভুল শুধ্‌রে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

ডাকঘর থেকে যাঁরা কুইনাইন্ কিনিবেন, জ্বরে কুইনাইন্ খাইবার নিয়ম আর পথ্যের নিয়ম তাঁদের মধ্যে অনেকেরই না জানা সম্ভব। বৈ খানি সব পড়িয়া উঠিতে বা বুঝিয়া উঠিতে যদি না পারেন, তবে নবজ্বরে আর পুরাণ জ্বরে কুইনাইন্ খাইবার নিয়ম আর পথ্যের নিয়ম— খালি এই দুটী বিষয়ই যেন তাঁরা পড়েন, আর পড়িয়া সেই রকম কাজ করেন।

সূচীপত্র।

কুইনাইন

এ দেশের লোকের জীবন।

যে গাছের ছাল থেকে কুইনাইন্ তয়ের হয়, সে গাছকে সিংকোনা গাছ বলে। সিংকোনা গাছ মার্কিন্ দেশে* আণ্ডিস্ পর্ব্বতে হয়। মার্কিন দেশে আণ্ডিস্ পর্ব্বতে সিংকোনার একবারে বন। আণ্ডিস্ পর্ব্বত ছাড়া মার্কিন দেশে সিংকোনা গাছ আর কোনও খানে নাই। সিংকোনা গাছ যেখানে আছে, সেখানকার বনকে বনই যে সিংকোনার, তা নয়। সিংকোনা গাছ জায়গায় জায়গায় দল-

---

* মার্কিন দেশকে সাহেবরা এমেরিকা বলেন। মার্কিন দেশ দুটো। (১) উত্তর মার্কিন দেশ আর (২) দক্ষিণ মার্কিন দেশ। দক্ষিণ মার্কিন দেশে আণ্ডিস পর্ব্বত আছে। সেই আণ্ডিস পর্ব্বতে সিংকোনা গাছ হয়।

বদ্ধি হইয়া আছে। সিংকোনা গাছ তফাত তফাত বা পৃথক্ পৃথক্ নাই, এমন নয়; তাও ঢের আছে। সিংকোনা গাছ ছোটও আছে, বড়ও আছে। যে বনে সিংকোনা গাছ হয়, সে বনের যে স্বভাব—যে প্রকৃতি, আমাদের এই গরম দেশেরও বনের সেই স্বভাব—সেই প্রকৃতি। তাল গাছ, খেজুর গাছ, নারিকেল গাছ, সুপুরির গাছ, সাগুদানার গাছ—এ সব গাছ আমাদের এই গরম দেশের বনে যেমন হয়, সে বনেও তেমনি হয়। অনেক জায়গায় সে বনে এই সব গাছই প্রধান দেখা যায়। এই সব গাছের সঙ্গে বাঁশ গাছ, কলা গাছ, আমাদের এ দেশি আরও ঢের গাছ আছে।

রঙন, কাওয়া (কাফি), গন্ধ ভেদালি, ক্ষেত-পাপড়া—এই সব গাছ আর সিংকোনা এক

জাতি। এই সব গাছের ফল, ফুল, পাতার আকার প্রকার যে রকম, সিংকোনা গাছেরও ফল, ফুল, পাতার আকার প্রকার সেই রকম। মল্লিকা, বেল, জুঁই, কুঁদ যেমন এক জাতি; শশা, কুমড়ো, লাউ যেমন এক জাতি; পলাশ, কাঞ্চন, শিম, মটর, কলাই আর বক যেমন এক জাতি; করবী আর কুরচি যেমন এক জাতি; জবা, স্থলপদ্ম, আর কাপাশ যেমন এক জাতি; লেবু, কদবেল, কামিনী আর বেল যেমন এক জাতি; রঙন, কাওয়া, গন্ধ ভেদালি, ক্ষেত-পাপড়া আর সিংকোনা তেমনি এক জাতি। সিংকোনা গাছের পাতা কখনও একবারে পড়িয়া যায় না। পাতাগুলি দেখিতে বড় সুন্দর; যেমন সবুজ, তেমনি পরিষ্কার। পাতার ধারে কোন রকম খাঁচ খোঁচ নাই।

সিংকোনার কাঠ শাদা। সিংকোনার ফুল খুব স্থগন্ধ। সিংকোনার ফুলের রং এক রকম নয়; শাদাও আছে, বেগুনেও আছে, আবার মাংসের যে রকম রং, সে রকম রঙেরও আছে। সিংকোনার ফুল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফুটে।

সিংকোনা গাছ অনেক রকম। তার মধ্যে কেবল এগার রকম প্রধান ধরা যায়। এই এগার রকম গাছের মধ্যে তিন রকম গাছের ছাল অস্থুদের দোকানে, ডিস্পেন্সরিতে বিক্রি হয়। অস্থুদের বৈতেও এই তিন রকম গাছের ছাল থেকে অস্থুদ তয়েরির কথা লেখা আছে। এই তিন রকম গাছের ছালের রংও তিন রকম। হল্‌দে, ফিকে বা ফ্যাকাশে, আর রাঙা।

১। যে সিংকোনা গাছের ছাল হল্‌দে*—এ গাছ খুব উঁচু হয়। এ গাছের গুঁড়ি সোজাও হয়, বাঁকাও হয়। গুঁড়ি কম মোটা নয়; গুঁড়ির বেড় প্রায়ই ৬ হাত হইয়া থাকে। এ গাছের পাতা ৪ আঙুল থেকে ৮ আঙুল পর্য্যন্ত হয়। পাতার হুল নাই; গোড়ার দিকে পাতলা; আর পাতা বেশ তেলা—পাতার উপর হাত বুলাইলে উব্‌ড়ো খাব্‌ড়া কিছুই টের পাওয়া যায় না। এ গাছের ফুলের রং অল্প গোলাপি। এ গাছের ফুলের থ'লো বেশ ডাগর। থলোর আকার প্রকার ঠিক্ যেন রথের চুড়র মত। এক একটী ফুল লম্বায় আধ আঙুলের একটু বেশী। এ

* এ সিংকোনা গাছকে সিংকোনা ক্যালিসেয়া (Cinchona Calisaya) বলে।

গাছের ফুল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুটে। এ গাছের পাতা আর ফুল এখানে আঁকিয়া দিলাম।

সিংকোনা ক্যালিসেয়া।

২। যে সিংকোনা গাছের ছাল ফিকে

বা ফ্যাকাশে* ——এ গাছ ২০ হাত থেকে ৩০ হাত পর্য্যন্ত উঁচু হয়। এর ডাল গুলি সব ঝুম্‌কো-ঝুম্‌কি। নীচেকার ডাল গুলি কদম আর বাদাম গাছের ডালের মত গুঁড়ি থেকে আড় ভাবে ঠিক্ সোজা বাহির হইয়াছে। উপরকার ডালগুলি পর পর ক্রমেই গুঁড়ির দিকে হেলিয়া উঠিয়াছে। যেখান থেকে ফুল বাহির হইয়াছে, ডালগুলি সেই পর্য্যন্ত বেশ তেলা। এ গাছের পাতার আকার বর্শার ফলার মত। পাতার হুল আছে। পাতার উপর দিক্ তেলা আর চক্‌চকে; নীচের দিকে শিরের যোড়ের জায়গায় কখন কখন টোপ্‌-খাওয়া দেখা যায়। ফুল সব ছোট ছোট। ফুলের

* এ সিংকোনা গাছকে সিংকোনা কণ্ডামিনিয়া (Cinchona Condaminea বলে।

খ'লোর আকার প্রকার দেখিলে সেগুনের ফুলের খ'লোর কথা মনে পড়ে। এ গাছের পাতা আর ফুল এখানে আঁকিয়া দিলাম।
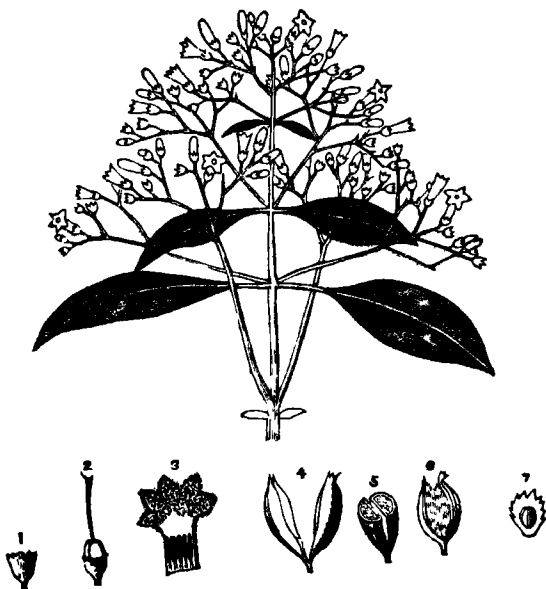
সিংকোনা কণ্ডামিনিয়া।

সব প্রথমে এই সিংকোনা গাছের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সিংকোনা গাছের ছাল স্পেইন্ দেশের রাজার বাড়ীতে ব্যবহার হইত। ইংরিজি ১৭৭৯ সালের আগে এ গাছের গুণ কেউই জানিত না। এই জন্যে, লোকে এ গাছ দে-দার কাটিয়া ফেলিত।

৩। যে সিংকোনা গাছের ছাল রাঙা*—

এ গাছ খুব উঁচু। এর গুঁড়ি সোজা। কখন কখন এক শিকড় থেকে দু তিনটী গুঁড়ি বাহির হয়। এ গাছের পাতাও ঢের, ডাল পালাও ঢের। এ গাছের কাঠ ভারি শক্ত—এ গাছের কাঠের ভারি আঁইট্। পেয়ারা, জামের পাতার মত, ডালের গায়ে পাতা মুমকো-মুমকি

* এ সিংকোনা গাছকে সিংকোনা সক্সিরুব্রা (Cinchona Succirubra) বলে।

সাজানো। পাতার আকার বাদামে—পাতার ধারে খাঁচ খোঁচ কিছুই নাই। পাতার হুল খুব সামান্য। পাতার গা তেলা আর চক্‌-চকে। পাতার শির সব স্পষ্ট দেখা যায়। কচি পাতাব ধার ভিতর দিকে মোড়া। এ গাছের ফুলের থ'লো দেখিলে রঙন ফুলের থ'লোর কথা মনে পড়ে। এ গাছের ফুল দেখিতে বড় সুন্দর; রং লাল-লাল গোলাপি। ফুলের পাবড়ি শুঁও-ওআলা। এ গাছের পাতা আর ফুল এখানে আঁকিয়া দিলাম। (১১র পাত দেখ) এ গাছের ফুল শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফুটে।

যে গাছ এ দেশের লোকের জীবন, যে গাছের এত গুণ, সে গাছের কথা বলিতেও ভাল লাগে, শুনিতেও ভাল লাগে। তাতেই

সিংকোনা গাছের কথা এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলিলাম।

সিংকোনা সক্সিরুব্রা।
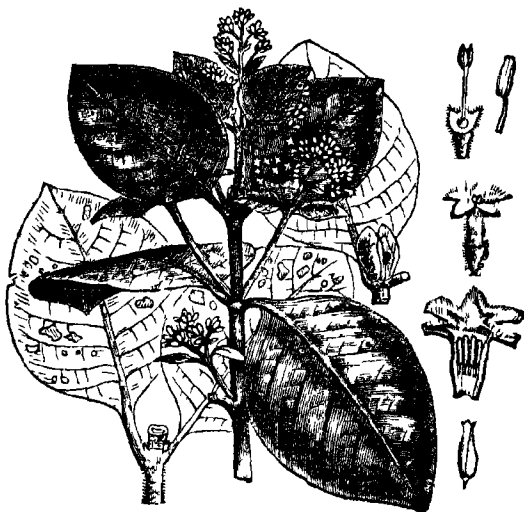
এ গাছের নাম সিংকোনা হইল কেন?— দক্ষিণ মার্কিন দেশে পেরু বলিয়া একটা

জায়গা আছে। সেই জায়গার লাট সাহেবের মেমের নাম চিংকন্ ছিল। এই গাছের ছালে চিংকন্ মেমের জ্বর ভাল হয়। তাতেই এ গাছের নাম সিংকোনা হইয়াছে—তাতেই এ গাছকে সিংকোনা গাছ বলে। সে দেশের লোকে এ গাছকে কুইন্-কুইনো আর কুইনা- কুইনা, দুই-ই বলে। "কুইনাইন" নামের সঙ্গে এ দুটী কথার ঢের মিল। ১৬৩৯ সালে চিংকন্ মেম পেরু থেকে এই গাছের ছাল ইয়ুরোপে লইয়া যান। এর আগে এ গাছের গুণ কেউই জানিত না। মার্কিন দেশ থেকে অন্য দেশে সিংকোনা গাছ সব প্রথমে ওলন্দাজেরাই লইয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে সিংকোনা গাছ থেকে ছাল তোলে। বর্ষাকাল ছাড়া আর যে কোন সময়ে

হোক্ ছাল তোলা যায়। জীয়ন্ত গাছও থেকে ছাল তোলে; আবার গাছ কাটিয়া সেই কাটা গাছও থেকে ছাল তোলে। শিকড়ের একটু উপরে গাছ কাটে। গাছ কাটিয়া সেই কাটা গাছেরই ছাল তোলা ভাল। কেন না, জীয়ন্ত গাছ থেকে ছাল তুলিলে গাছটী ক্রমে খারাপ হইয়া যায়। আর গাছ কাটিয়া ফেলিলে শিকড় থেকে ফের ঢের গাছ গজায়। সেই সব নূতন গাছ থেকে ফের ছাল পাওয়া যায়। অস্থদে যে ছাল লাগে, সে ছাল তুলিবার আগে গাছেব গুঁড়িতে মুগুরের ঘা দিয়া সব-উপরকার ছাল তুলিয়া ফেলিতে হয়।

অস্থদের দোকানে আর ডিস্পেন্সরিতে কোন্ রকম সিংকোনার ছাল কি রকম

আকারে বিক্রি হয়, জানিয়া রাখা ভাল। তাতেই এখানে সে কথা একটু বলিলাম।

হল্‌দে ছাল সচরাচর চেপ্‌টা আকারে বিক্রি হয়; কখন কখন নলেরও আকারে বিক্রি হয়।

দারচিনির মত, সিংকোনার ফিকে ছাল নলের আকারে বিক্রি হয়। এই নল এক-পর্দ্দাও থাকে, দু-পর্দ্দাও থাকে।

সিংকোনার রাঙা ছাল চেপ্‌টাও দেখা যায়, বাঁকানও দেখা যায়; নলের আকারে কম দেখা যায়।

যে সিংকোনা এ দেশের লোকের জীবন, সে সিংকোনার জন্যে মার্কিন দেশে যাইবার আর দরকার নাই। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় সিংকোনা গাছ আমাদেরও দেশে

হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনেক যত্নে, দার-জিলিঙে সিংকোনার বাগান তয়ের করিয়াছেন। আমরা যাকে দার্জ্জিলিং কুইনাইন বলি, সে কুইনাইন দার্জ্জিলিঙের সিংকোনা গাছের ছাল থেকে তয়ের হয়। এ দেশে সিংকোনা গাছ সৃষ্টি করিয়া, সেই সিংকোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন তযের করিয়া, আর সেই কুইনাইন এ দেশের নিরন্ন কৃষক-দেরও পক্ষে সুলভ করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজা-বৎসলতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। দুঃস্থ প্রজাদের জীবন-রক্ষায়—স্বাস্থ্য-রক্ষায় গবর্ণ-মেণ্ট উদাসীন, এ কথা যাঁরা বলেন বা বলিতেন, তাঁরা আসিয়া একবার দেখুন, বিশুদ্ধ কুইনাইন সাধারণের পাইবার কি সুবিধাই গবর্ণমেণ্ট করিয়া দিয়াছেন।

বাঙলায় বিস্তর গ্রাম্য ডাকঘর (পোস্ট-আফিস) আছে। সে সব ডাকঘরে কুইনাইন বিক্রি হয়। ডাকঘরে টিকিট, পোষ্ট-কার্ড যেমন কিনিতে পাওয়া যায়, কুইনাইনও তেমনি কিনিতে পাওয়া যায়। কুইনাইন এমনি বিক্রি হয় না। কুইনাইন এমনি বিক্রি হইলে, লোকের তাতে বিস্তর অসুবিধা হইত। কেন না, কতটুকু কুইনাইন কি রকম করিয়া খাইতে হয়, লোকে তা জানে না। এ ছাড়া, খরিদ্দারেরা কুইনাইন লইতই বা কিসে? দু এক পয়সার কুইনাইন্ লইবার জন্যে, হয় তাদের কাগজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হইত, নয়, ডাকঘর থেকে তাদের একটু কাগজ চাহিয়া লইতে হইত। খরিদ্দারদের বারে বারে কুই-নাইন ওজন করিয়া দিতে হইলে—তার উপর,

সেই কুইনাইন্ আবার কাগজে মোড়ক করিয়া দিতে হইলে, পোষ্ট-মাষ্টার ডাকঘরের কাজ করিবার অবকাশ কতটুকু পাইতেন, জানি না। একটী কৌশলে গবর্ণমেণ্ট এ সব অসুবিধা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। পাকি ছুঁই, সিঁদুর, কাগজের যে রকম মোড়কে করিয়া বিক্রি হয়, ডাকঘরে কুইনাইন্ও কাগজের সেই রকম মোড়কে বিক্রি হয়। এক এক মোড়কে একবার খাইবার মত কুইনাইন্ আছে। একবার খাইবার মত অসুদকে অসুদের মাত্রা বলে। এই জন্যে, মোড়কের উপর লাল কালিতে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে ঃ—

এক মাত্রা কুইনাইন বলিলে একবার খাইবার মত কুইনাইন্—এই বুঝায়। এক মোড়কের দাম এক পয়সা, আর কুইনাইন জলের সঙ্গে খাইতে হয়—এ ক'টী কথাও ঐ মোড়কের উপর লাল কালিতে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে। এই সব কথা মোড়কের উপর-পিঠে লেখা আছে। আর মোড়কের নীচের পিঠে বাঘ সিঙ্গি (সিংহ) লাল কালিতে ছাপা আছে, আর তার চারি ধারে "বিশুদ্ধ কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্, মূল্য এক পয়সা"—এই ক'টী কথা লাল কালিতে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে মোড়কের নীচের পিঠ এই রকম :—

বিশুদ্ধ কুইনাইন্।

৫ গ্রেণ, মূল্য এক পয়সা।

বিশুদ্ধ কুইনাইন্।

৫ গ্রেণ, মূল্য এক পয়সা।

৫ গ্রেন্ বলিলে কি বুঝিবে? গ্রেন্ কথাটা কি? ডাক্তরদের একটা ওজনের নাম গ্রেন্। ৮ কুঁচে ঠিক ১৫ গ্রেন্। মোটামুটি ধরিলে, এক কুঁচে দু গ্রেন্। কুঁচের ওজনকে আমরা রতি বলি।* এক রতি বলিলে এক কুঁচের ওজন বুঝায়। তাতেই বলি, ৫ গ্রেন্ বলিলে আড়াই কুঁচের ওজন বা আড়াই রতি বুঝায়। তবেই জানিয়া রাখ, ডাকঘরে এক এক মোড়কে ২॥ রতি করিয়া কুইনাইন্ আছে।

কুইনাইনের চেয়ে জ্বরের ভাল অষুদ আর নাই—আমাদের দেশের আপামর সাধারণ সকলেই আজ্ কাল্ এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই জন্যে, হাটে বাজারে দোকানে

* ৬ কুঁচের ওজনকে ৬ রতি বলে। ৬ রতিতে এক আনা হয়। ষোল আনায় এক ভরি বা এক তোলা হয়। তাতেই, এক টাকার ওজনকে এক তোলা বলে।

কুইনাইন্ ত বিক্রি হয়-ই—গৃহস্থদের বাড়ী-তেও কুইনাইন কিনিতে পাওয়া যায়। আর এই জন্যেই, গরিব ছুঃখি কাঙালদেরও কুই-নাইন্ কিনিতে দেখা যায়। যারা কুইনাইন্ বিক্রি করে, তারা যে দর বলে, গরিব ছুঃখি কাঙালদের সেই দরেই কুইনাইন্ কিনিতে হয়। গরিব ছুঃখি কাঙালেরা কুইনাইনের দর দামের খোঁজ খবর যে কিছুই রাখে না—যারা কুইনাইন্ বিক্রি করে, তারা তা বেশই জানে। এই জন্যে, গরিব ছুঃখি কাঙালদের ঠকাইতে পারিলে তারা ছাড়ে না। একে দাম বেশী, তাতে ওজনে কম, তার উপর আবার ভেল !!! তিন রকমে ঠকিলে গরিব ছুঃখি কাঙালেরা আর কেমন করিয়া বাঁচে! একে ত পয়সা নাই, তাতে আবার পয়সা খরচ করিয়া ঠকা!

ধান, চাইল, নুন তেল কিনিতে গিয়া ঠকিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু কুইনাইন্ কিনিতে গিয়া ঠকিলে—ভাল কুইনাইন্ বলিয়া মন্দ কুইনাইন্ কিনিয়া আনিলে ক্ষতি এক আধটু নয়; শরীর নষ্ট হইলে, জীবন নষ্ট হইলে যে ক্ষতি, কুইনাইনের বেলায় ঠকিলেও সেই ক্ষতি। চারি পাঁচ পয়সার কমে ৬ রতি (৬ কুঁচের ওজন) কুইনাইন পাওয়া যায় না। তাও কি, সে ভাল কুইনাইন্! সে কুইনাইনের হয় ত অর্দ্ধেক সোডা। তাতে কেমন করিয়া জ্বর ভাল হবে? পয়সাও গেল—জ্বরও সারিল না! একেই গরিব দুঃখি কাঙালদের ধনে প্রাণে মারা যাওয়া বলে। এই রকম করিয়া আমা-দের দেশের কত শত গরিব দুঃখি কাঙাল ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে! এ খোঁজ খবর কেবা

রাখে! এ খোঁজ খবর কেবা লয়! গ্রামের ডাকঘরে ডাকঘরে এক পয়সায় ৫ গ্রেন্ কুই-নাইন্, কাগজের ঐ রকম এক এক মোড়কে বিক্রি করিবার ব্যবস্থা দিয়া, গবর্ণমেণ্ট গরিব দুঃখি কাঙালদের ধনে প্রাণে বাঁচাইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। এখন ডাকঘরে এক পয়সায় যত খানি খাটি কুইনাইন কিনিতে পাওয়া যায়, আগে গরিব দুঃখি কাঙালেরা এক পয়সায় তার অর্দ্ধেক কুইনাইন কিনিতে পাইত কি না, সন্দেহ। অর্দ্ধেক কুইনাইন যা পাইত, তাও কি খাটি! তার দশ-আনা ছ-আনা ভেল। তবেই দেখ, ডাকঘরে কাগজের মোড়কে খাটি কুইনাইন বিক্রি করিবার ব্যবস্থা দিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের লোকের কি সুবিধাই করিয়া দিয়াছেন! আমাদের দেশের

গরিব দুঃখি কাঙালদের কি উপকারই করিয়াছেন! একটী পয়সা খরচ করিলে কাগজের সুন্দর একটী মোড়কে খাটি কুইনাইন পাওয়া যায়—খাটি কুইনাইন, তাও এক আধ রতি নয়—৫ গ্রেন্ (২॥ রতি)—একবারে কতটুকু কুইনাইন খাইতে হয়—কুইনাইন কিসের সঙ্গে খায়—মোড়কের উপর লাল কালিতে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে বলিয়া, এ সবও জানিতে পারা যায়।

এক পয়সা খরচ করিয়া গরিব দুঃখি কাঙালদের যত দূর সুবিধা হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের কৃপায় তা হইল। কোন্ জ্বরে কি রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন খাইতে হয়, পথ্যের কি রকম ধরাধর করিতে হয়—ডাকঘর থেকে যারা কুইনাইন কেনে, তাদের এ সব

শিখাইবারও জন্যে গবর্ণমেণ্টের বেশ যত্ন আছে। 'সহজ কুইনাইন ব্যবহার' নাম দিয়া এক জন ডাক্তর একখানি বৈ ছাপাইয়াছেন। ডাক-ঘরে ডাকঘরে সেই বৈ এক এক খানি রাখিতে বলায়—গবর্ণমেণ্টের সে যত্নের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পোষ্ট-মাষ্টারেরা সেই বৈ পড়িয়া শিখিয়া রাখেন। ডাকঘর থেকে যারা কুইনাইন কেনে, কুইনাইন ব্যবহার করিবার নিয়ম আর পথ্যের নিয়ম, তাদের তাঁরা বলিয়া দেন। ফি হাতে খরিদ্দারদের কুই-নাইন্ ব্যবহার করিবার নিয়ম, আর পথ্যের নিয়ম বলিয়া দিতে হইলে পোষ্ট-মাষ্টারদের নিজের কাজ—ডাকঘরের কাজ করিবার অবকাশ কতটুকু থাকে, বলিতে পারি না। ডাকঘরে কুইনাইনের খরিদ্দার ক্রমে

বেশী হইলে পোষ্ট-মাষ্টারেরা এ কাজ কখনই করিয়া উঠিতে পারিবেন না। তখন খালি এই কাজেরই জন্যে ডাকঘরে আর এক জন কি দু জন লোক রাখিবার দরকার হইয়া উঠিবে। এ ছাড়া, কুইনাইন ব্যবহার করিবার নিয়ম আর পথ্যের নিয়ম যাদের বলিয়া দিতে হবে, এক বারের জায়গায় পাঁচ বার না বলিলে, তারা তা বুঝিতেই পারিবে না —তাদের তা মনেই থাকিবে না। এ অবস্থায়, গাঁয়ে গাঁয়ে মণ্ডলদের কাছে, ধেনো (ধানের) মহাজনদের কাছে, আর পল্লিগ্রামের স্কুলে স্কুলে এক এক খানি বৈ থাকিলে এ অসুবিধা ঘুচিতে পারে। এ অসুবিধা ঘুচাইবার এটী যেমন উপায়, এ দেশে কুইনাইনের ব্যবহার বাড়াইবারও—এ দেশে কুইনাইন ভাল রকম

চলিত করিবারও তেমনি উপায়। কেন না, গাঁয়ের মণ্ডল, ধেনো মহাজন, স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত —এঁদেরই কাছে অশিক্ষিত গরিব দুঃখিরা ব্যামো পীড়ায় যুক্তি পরামর্শ লইয়া থাকে।

এখন দেখা যাক্, উপস্থিত যে বৈ ('সহজ কুইনাইন্ ব্যবহার') আছে, গাঁয়ে গাঁয়ে মণ্ডলদের কাছে, ধেনো মহাজনদের কাছে, আর পল্লিগ্রামের স্কুলে স্কুলে সে বৈ এক এক খানি থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট যা চান, তা হবে কি না? গবর্ণমেণ্ট কি চান? ডাকঘর থেকে সর্ব্ব-সাধারণে কুইনাইন কেনে, আর সেই কুইনাইন্ ব্যবহার করিয়া জ্বর জাড়ির হাত থেকে আপনাদের জীবন রক্ষা করে—গবর্ণমেণ্ট এই চান।

কুইনাইনের চেয়ে জ্বরের ভাল অসুদ আর

নাই—এ জানিয়াও সাধারণে কুইনাইন্ ব্যবহার করিতে ডরায়। কুইনাইন্ খাইতে—কুই-নাইন ব্যবহার করিতে সাধারণে কেন ডরায়, এক এক করিয়া বলি।

(১) কুইনাইন খাইলে জ্বর খুব শীঘ্র সারে বটে—কিন্তু জ্বরটা আট্‌কে যায়। জ্বর আট্‌কে গেলেই—আর কি, খাটিয়া (শ্রম করিয়া) খাবার দফা এক বারে নিশ্চিন্ত। জ্বর আট্‌কে গেলে সে জ্বর আর ছাড়িতে চায় না—সে জ্বরের হাত ছাড়ানো মস্কিল। না খাটিলে—না শ্রম করিলে যাদের চলে না, তাদের কুইনাইন্ খাইতে নাই —কুইনাইন্ তাদের জন্যে নয়। কুইনাইন্ খাইয়া যে রকম পরজে থাকিতে হয়, তারা সে রকম পরজে থাকিতে পারে না, সে রকম পরজ তারা রাখিতে পারে না। চাষা ভুষরা এই ভাবিয়া

কুইনাইন্ খাইতে এত ডরায়। কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আট্‌কে যায়—আমাদের দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর প্রায় সকলেরই এ সংস্কার* হইয়া আছে। বেশী আর কি? "কুইনাইনের জ্বর, কুইনাইনের আট্‌কানো জ্বর—এ অষুদে ভাল হয়"—জ্বরের অনেক পেটেণ্ট অষুদেরও শিশি বোতল কৌটার গায়ে এ সব কথা লেখা আছে! এতে লোকের এ সংস্কার কেমন করিয়া ঘুচিবে? এ দেশের লোকের এ সংস্কার—এ ভয় যত দিন না ঘুচিবে, এ সংস্কার—এ ভয় যত দিন না ঘুচাইতে পারা যাবে, তত দিন এ দেশে অশিক্ষিত লোকের মধ্যে, ইতর লোকের

---

* সবল জ্বর-চিকিৎসায়, সাধারণের এ সংস্কার—এ বিশ্বাস ঘুচাইবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে।

মধ্যে, চাষা ভুষদের মধ্যে কুইনাইন্ চলিত হওয়ার আশা নাই। যে বৈ খানির কথা বলিলাম, কুইনাইন্ ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণের এ সংস্কার ঘুচাইবার কোন কথাই সে বৈতে নাই।

(২) গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ খাইতে নাই—গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ খাইলে সে জ্বর একবারে আর কখনও ছাড়ে না—আমাদের দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর সকলেরই এ সংস্কার হইয়া আছে। এই জন্যে, যে জ্বর একবারে ছাড়িয়া যায় না—যে জ্বরে গা ঠাণ্ডা হয় না, গায়ের তাত কমে

---

* সরল জ্বরচিকিৎসায়, সাধারণের এ সংস্কার—এ বিশ্বাস ঘুচাইবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। বোধ করি, তাতে ফলও যেন কিছু হইয়াছে।

মাত্র, তার পর আবার গায়ের তাত বাড়ে, অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসে; সে জ্বরে লোকে কুইনাইন্ খায়ও না—খাইতে দেয়ও না; সে জ্বরে লোকে কুইনাইন্ ব্যবহার করিতে বড়ই ডরায়। এ রকম জ্বরে বছর বছর কম লোক মরে না। তবু কেউই এ রকম জ্বরে কুইনাইন্ ব্যবহার করে না। চিকিৎসকদেরও মধ্যে অনেকে এ রকম জ্বরে কুইনাইন্ ব্যবহার করিতে ডরান। এ ভুল শুধ্‌রে দিতে না পারিলে, এ দেশের লোক এ রকম জ্বরে কখনও কুইনাইন্ ব্যবহার করিবে না। যে বৈ খানির কথা বলিলাম, সে বৈতে এ ভুল শুধ্‌রে দিবার কোন কথাই নাই।

(৩) কোন রকম উপসর্গ থাকিলে জ্বরে কেউ কুইনাইন খায় না—জ্বরে কেউ কুইনাইন

খাইতে পরামর্শ দেয় না*। এতে কুইনাইনের ব্যবহার খুবই কম হইবার কথা। বেশী আর কি বলিব, উপসর্গ থাকিলে জ্বরে কুইনাইন দিতে অনেক চিকিৎসকও ডরান। এই জন্যে, নিতান্ত সহজ বা শাদা জ্বর ছাড়া, উপসর্গ-ওআলা কোন রকম জ্বরে কুইনাইনের কেউ খোঁজ করে না। এতে কুইনাইনের ব্যবহার কত কম হইবার কথা, তা ত বুঝাই যাই-তেছে। তড়ি-ঘড়ি জ্বর ভাল না করিলে, ক্রমে উপসর্গ আসিয়া জোটে। জ্বর সারিতে যত দেরি হয়, জ্বর যত বাড়ে, উপসর্গও তত বেশী হয়। এই রকম করিয়াই সহজ জ্বর জ্বর-বিকারে গিয়া দাঁড়ায়। জ্বর-বিকারও

---

* সবল জ্বর-চিকিৎসায়, সাধারণের এ ভুল শুধরে দিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে।

এক দিনে হয় না; দুটো পাঁচটা উপসর্গও এক দিনে আসিয়া জোটে না। ক্রমে জ্বরও বাঁকা হয়, উপসর্গও বেশী হয়। তাতেই বলি, একটা উপসর্গ থাকিতে জ্বরে যদি কুই-নাইন্ দিতে ডরাও, তবে আর একটা উপসর্গ আসিয়া জুটিবে। দুটো উপসর্গ থাকিতে জ্বরে যদি কুইনাইন দিতে ভয় পাও, তবে আর দুটো উপসর্গ আসিয়া জুটিবে। কুইনাইন দিয়া জ্বর খাটো করিতে—জ্বরের তেজ কমা-ইতে—জ্বর বন্ধ করিতে যত দেরি করিবে, উপসর্গও তত বেশী হবে। উপসর্গ, জ্বরের অঙ্গ; জ্বরেই উপসর্গ আনে; জ্বর খাটো না হইলে উপসর্গ কমে না; জ্বর না গেলে উপসর্গ যায় না—সাধারণে এটী যত দিন না বুঝিবেন, উপসর্গ থাকিতে জ্বরে কুইনাইন দিতে তাঁদের

ভয় তত দিন ঘুচিবে না—কেউই ঘুচাইতে পারিবে না। যে বৈ খানির কথা বলিলাম, সাধারণের এ ভয়—এ ভুল ঘুচাইবার কথা তাতে কিছুই নাই।

(৪) কুইনাইন কেবল জ্বরেরই অসুদ—লোকে এইটীই জানে—লোকের এইটীই জানা আছে—লোকে এইটীই জানে বলিয়া জ্বর ছাড়া আর কোনও রোগের বেলায় কুইনাইনের খোঁজ করে না। এতেও কুইনাইনের ব্যবহার বেশ কম হইবার কথা। জ্বর ছাড়া, কুইনাইনে আর যে কত রোগ ভাল হয়, তা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে আলাদা এক খানি বৈ লিখিতে হয়। একটা অসুদে দুটো তিনটে রোগ সারে বলিলে, লোকে ঠাট্টা করিয়া বলে, সে অসুদে গোরু হারাইলেও পাওয়া যায়। গোরু হারাইলেও

পাওয়া যায়—কোনও অসুদের বেলায় যদি এ কথা বলা যায় বা বলিতে হয়, তবে সে কুই-নাইনের বেলায়। যে বই খানির কথা বলি-লাম, এ সব কথা তাতে কিছুই লেখা নাই।

(৫) আমাদের দেশের পোনর আনা ঊনিশ গণ্ডা লোকের বিশ্বাস, গর্ভবতী স্ত্রীদের অসুদ খাইতে নাই; অসুদ খাইলে গর্ভ নষ্ট হয়—সাধারণের এই রকম বিশ্বাস থাকায়, পোআতিদের জ্বর জাড়ি হইলে কুইনাইন্ দেওয়া দূরে থাক্, তাদের কেউ মোটে অসুদই দেয় না। সাধারণের এই রকম বিশ্বাস থাকিতে পোআতিদের জ্বর ভাল করিবার জন্যে কুই-নাইনের খরিদ্দার যে কখনও জুটিবে না, তা কি আর বলিতে হবে? এ ছাড়া, সাধারণের এই রকম বিশ্বাস থাকায় বিনা চিকিৎসায়, বিনা

অসুদে বছর বছর যে কত শত গর্ভবতী স্ত্রী মারা পড়ে, তাও বলা যায় না। তাতেই বলি, লোকের এ রকম ভুল শুধ্‌রে দেওয়া বড় দরকার। যে বৈ খানির কথা বলিলাম, লোকের এ রকম ভুল শুধ্‌রে দিবার কথা তাতে কিছুই নাই।

(৬) কুইনাইন্ খাইলে জ্বর সারে—কুইনাইন্ খাইলে জ্বর ভাল হয়, লোকে কেবল এইটীই জানে—লোকের কেবল এইটীই জানা আছে। জ্বর জাড়ির সময় আগে থাকিতে কুইনাইন্ খাইলে জ্বর মোটে হয় না—জ্বর মোটে হইতেই পারে না; কুইনাইনের এ গুণটী লোকের জানা নাই। কুইনাইনের এ গুণটী লোকের জানা নাই বলিয়া, জ্বর না হইলে কেউই কুইনাইনের খোঁজ করে না। আগে থাকিতে

কুইনাইন খাইলে জ্বরের হাত এড়ান যায়, লোকে এ জানিতে পারিলে—লোকের এ জানা থাকিলে, কুইনাইনের ব্যবহার আরও ঢের বেশী হইত; কুইনাইনের আদরও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িত। যে বই খানির কথা বলিলাম, কুইনাইনের এ গুণটীর কথা সে বৈতে কিছুই লেখা নাই।

জ্বর জাড়ির কথা ছাড়িয়া দেও। ওলাউঠোর সময় রোজ নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাইলে এই দুরন্ত রোগেরও হাত এড়াইতে পারা যায়। কুইনাইনের গুণের কথা কি বলিয়া শেষ করা যায়? কুইনাইনের এ সব গুণের পরিচয় লোকে ভাল রকম জানিতে পারিলে, কুইনাইনের আদরের সীমা থাকিবে না। তখন লোকে ধান চাইলের মত কুইনাইন ঘর করিয়া

রাখিবে। তখন লোকে ধান চাইলের মত কুইনাইনের আদর করিবে। তখন কুইনাইন নৈলে লোকের চলিবে না। তখন লোকে কুইনাইন্ ধান চাইলের মত কিনিবে। তখন ডাকঘরে ডাকঘরে কুইনাইনের খরিদ্দার ধরিবে না।

সাধারণে কুইনাইন্ ব্যবহার করিতে কেন এত ডরায়—এ দেশে কুইনাইনের ব্যবহার কেন এত কম; ১, ২, ৩, ৪, করিয়া ৬ দফায মোটামুটি এক রকম বলিলাম; এখন দফাওআরি করিয়া সেই সব কথা একটু বিশেষ করিয়া বলি।

(১) কুইনাইন খাইলে জ্বর আট্‌কে যায়—কুইনাইনে জ্বর আট্‌কে দেয়, কুইনাইনের এ দোষ, এ দুর্নাম কেমন করিয়া রটিল, তা বলি।

আগে এ দেশে কবিরাজি চিকিৎসাই চলিত ছিল। তার পর, ডাক্তারি চিকিৎসা ক্রমে চলিত হইয়াছে। কম বেশী পঞ্চাশ বছর হইল কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজের সৃষ্টি করিয়া এ দেশের লোকের যত উপকার করিয়াছেন, তত উপকার আর কিছুতেই হয় নাই। সে উপকারের সঙ্গে আর কোনও উপকারের তুলনাই হয় না। তাতেই বলি, যে বছর কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ বসে, সে বছরটা মনে করিয়া রাখিলে ভাল হয়। ১২৪৭ সালে মেডিকেল কলেজ বসে। তখন এ দেশে ডাক্তারি চিকিৎসাও কেউ জানিত না, কুইনাইনের নাম গন্ধও এ দেশে ছিল না। প্রথম প্রথম কবিরাজদের কাছে ডাক্তরেরা

মোটেই কল্‌কে পাইতেন না। ডাক্তারি চিকিৎসা চিকিৎসাই নয় বলিয়া, ডাক্তারদের কবিরাজেরা একবারে উড়াইয়া দিতেন। ডাক্তারেরা কাটা-কুটিতেই মজবুত, চিকিৎসার তাঁরা কিছুই জানেন না—কবিরাজেরা আজ্‌ও এ কথা বলিতে ছাড়েন না। যাই হোক, কাটা-কুটি ছাড়া, রোগের চিকিৎসার বেলায় ডাক্তরেরা কবিরাজদের কাছে খাটোই ছিলেন; তাঁদের খাটো হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। তার পর, কুইনাইন্ এ দেশে আসিয়া ডাক্তারদের বড় করিয়া তুলিল। ডাক্তারেরা কুইনাইন্ খাওয়াইয়া জ্বর তড়িঘড়ি ভাল করিতে লাগিলেন। এতে কবিরাজেরা একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। বেশী আর কি, কুইনাইন্ কবিরাজদের কাছে হিংসার

সামগ্রী হইয়া উঠিল! তখন থেকে কবি-রাজেরা কুইনাইনের দোষ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল; ডাক্তার মহাশয় তাঁর রোগীকে কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলেন। এক দিন নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাও-ইতেই জ্বর বেশ সারিয়া গেল। জ্বর সারিয়া গেল বলিয়া ডাক্তার মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন, রোগীও নিশ্চিন্ত হইল। আট দিনের দিন, কোন খানে কিছু নাই, আবার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। রোগী ডাক্তার মহাশরের কাছে আর গেল না; এবারে কবিরাজের কাছে গেল। কবিরাজ, কুইনাইনের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন; এই রোগীটির কাছে কুইনাইনের দোষের পরিচয় পাইয়া তাঁর আহ্লাদের আর সীমা থাকিল না। রোগীর

কাছে আগা গোড়া সব শুনিয়া কবিরাজ বলি-
লেন, বুঝিছি, আর বলিতে হবে না ; কুইনাইন্
খাইলে জ্বর তড়িঘড়ি ভাল হয় বটে ; কিন্তু
শরীর থেকে সে জ্বর একবারে যায় না ; জ্বরটী
আট্‌কে যায় ; কুইনাইনে জ্বর কেবল চাপা
দিয়া রাখে ; একে জ্বর ভাল হওয়া বলেন না—
একে জ্বর আট্‌কে যাওয়া বলে। কবিরাজের
কাছে এই সব কথা শুনিয়া রোগী বুঝিয়া
গেল, কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আট্‌কে যায় ;
তাতেই জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়া ভাল নয়।
জ্বরে কুইনাইন্ খাইও না ; জ্বরে কুইনাইন্
খাওয়া ভাল নয় ; কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আট্‌কে
যায়—কবিরারজও এই রোগীর দৃষ্টান্ত দিয়া
লোককে এই রকম করিয়া ভজাইতে লাগি-
লেন—এই রকম করিরা বুঝাইতে লাগিলেন।

কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আট্‌কে যায়—কুই-নাইনের এ দুর্নাম ক্রমে এই রকম করিয়া বেশই রটিয়া গেল !

এই রকম করিয়া কুইনাইনের দুর্নাম রটাইয়া কবিরাজেরা ডাক্তরদের চিকিৎসার প্রধান অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। জ্বর আট্‌কে যাবার ভয়ে লোকে কুইনাইনের নামে ডরাইতে লাগিল। কাজেই, কুইনাইনের দৌলতে ডাক্তরদের যে পসার টুকু হইয়া উঠিতেছিল, সে পসার টুকু আর থাকিল না। তখন থেকে কুই-নাইনের ও দুর্নাম আজ্‌ও পর্য্যন্ত চলিয়া আসি-তেছে। জ্বর আট্‌কে যাবার ভয়ে লোকে এখনও পর্য্যন্ত কুইনাইন্ খাইতে ডরায়। ডাক্তর মহাশয়রা মনে করিলে কুইনাইনের এ দুর্নাম রটিত না—কইনাইনের এ দুর্নাম এত

দিন কি থাকে, না থাকিতে পারে, কখনই না। ডাক্তর মহাশয়রা বেশই জানিতেন, (ক) যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন্ না খাওয়ান যায়, তবে ৮ আট দিনের দিন আবার জ্বর আসে ;—(খ) এক দিন অন্তর পালা-জ্বরে প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার পর, যদি আর কুই-নাইন্ না খাওয়ান যায়, তবে চৌদ্দ কি পোনর দিনের দিন আবার জ্বর আসে ;—(গ) দু দিন অন্তর পালা-জ্বরে প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার পর, যদি আর কুইনাইন না খাওয়ান যায়, তবে একুশ কি বাইশ দিনের দিন আবার জ্বর আসে। এই তিন রকম জ্বরের স্বভাবই এই। আট দিনের দিন, চৌদ্দ কি পোনর দিনের দিন, আর একুশ কি বাইশ দিনের দিন,

জ্বর যে ফিরে আসে, সে, জ্বরের স্বভাব; কুইনাইনের দোষে নয়। কুইনাইনের যে দোষ নয়, তার প্রমাণ এইঃ—যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করিয়া আট দিন পর্য্যন্ত যদি কুইনাইন নিয়ম করিয়া খাওয়ান যায়, তবে সে জ্বর আর ফেরে না। এক দিন অন্তর পালা-জ্বরে কুইনাইন খাওয়াইয়া প্রথম পালা বন্ধ করিয়া যদি ১৪ কি ১৫ দিন পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়া কুইনাইন খাওয়ান যায়, তবে জ্বর আর ফেরে না। দু দিন অন্তর পালা-জ্বরে কুইনাইন খাওযাইয়া প্রথম পালা বন্ধ করিয়া যদি ২১ কি ২২ দিন পর্য্যন্ত নিয়ম করিরা কুইনাইন্ খাওয়ান যায়, তবে জ্বর আর ফেরে না।

ডাক্তর মহাশয়রা যদি এই রকম করিয়া বুঝা-

ইয়া বলিতেন, আর কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়া হাতে কলমে দেখাইয়া দিতেন, তবে কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আট্‌কে যায়— লোকের মনে এ বিশ্বাস হইত না, হইতে পারিত না। তা হইলে, কবিরাজেরাও লোককে এ রকম করিয়া ভজাইবার জুত পাইতেন না। তা হইলে, কবিরাজেরা ডাক্তরদের চিকিৎসার প্রধান অস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারিতেন না। তা হইলে, ইস্তক নাগাত কুইনাইন্ না খাইয়া জ্বরে যত লোক মরিয়াছে, তার সিকির সিকিও মরিত না। তবেই দেখ, ডাক্তর মহাশয়রা কুইনাইনের এ মিছে দুর্নাম রটাইতে দিয়া সমাজের কি অনিষ্টই করিয়াছেন! সে অনিষ্ট যে কত দিনে ঘুচিবে, তা বলিতে পারি না। যাঁর যে জ্ঞান, লোককে সে জ্ঞান

না দেওয়ায় সমাজের এই রকম অনিষ্ট বরাবরই হইয়া আসিতেছে। লোককে শিক্ষা দেওয়া—লোককে জ্ঞান দেওয়া ভিন্ন সমাজের এ অনিষ্ট ঘুচাইবার আর কোন উপায় নাই।

তবেই জানিয়া রাখ, কুইনাইন খাইলে জ্বর আট্‌কে যায়—এ কথা কথাই না—এ কথা সর্ব্বনেশে কথা। এ কথা যেন আজ্‌ই এ দেশের লোকেব মন থেকে, মুখ থেকে একাবরে চলিয়া যায়। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর কারও মনে—কারও কাছে এ কথা যেন জায়গা না পায়; এ কথা জায়গা পাইলে আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশের লোকের জীবন রক্ষার আর উপায় নাই।

(২) গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ খাইতে নাই—গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ খাইলে

জ্বর বাড়ে, রোগীর অবস্থা খারাপ হয়, সে জ্বর একবারে আর কখনও ছাড়ে না; আমাদের দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর, সকলেরই এ সংস্কার হইয়া আছে। এর বাড়া *সর্ব্বনেশে সংস্কার*—এর বাড়া *সর্ব্বনেশে ভুল* আর হইতে পারে না। এই ভুলে আমাদের দেশে বছর বছর যে কত শত লোক মরে, তা বলা যায় না। জ্বর ছাড়িয়া গেলে—গা জুড়াইলে কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আসে না—কুইনাইনের কেবল এই গুণটী সকলেরই বেশ জানা আছে। এই জন্যে, যে জ্বর বেশ ছাড়িয়া গিয়া আবার হয়, সে জ্বরে কুইনাইন্ খাইতে কেউই ডরায় না। কুইনাইন্ খাইলে গায়ের তাত কমে—কুইনাইনের এ গুণটী ক জন লোকের জানা আছে, বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস,

যাঁরা ডাক্তর নন, কুইনাইনের এ গুণটী তাঁরা কেউই জানেন না—কুইনাইনের এ গুণটী তাঁদের কারুই জানা নাই। ডাক্তারদেরও মধ্যে অনেকে কুইনাইনের এ গুণটী জানেন না—এ কথা বলিলে ডাক্তার মহাশয়দের নিন্দা করা হয়। কিন্তু ফল দেখিয়া বিচার করিতে হইলে, এ কথা বলিতেই হয়।

আমি যত দূর দেখিয়াছি, হাজারের মধ্যে ন শ নিরেনব্বুই জায়গায় গায়ের তাত সহজ বা সহজের কাছাকাছি না হইলে রোগীকে কুইনাইন্ দেওয়া হয় না—কুইনাইনের ব্যবস্থাই করা হয় না। কুইনাইন খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে, এ যাঁদের জানা আছে, তাঁরা কি কথনও এ রকম ব্যবস্থা করেন? তাঁরা এ রকম ব্যবস্থা কেন করিবেন? যে জ্বরে

গা ঠাণ্ডা হয় না, গায়ের তাত কমে মাত্র, তার পর, আবার গায়ের তাত বাড়ে অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসে; সে জ্বরকে স্বল্পবিরাম-জ্বর বলে। যে জ্বরে গা ঠাণ্ডা হইয়া আবার জ্বর আসে, সে জ্বরকে সবিরাম-জ্বর বলে। এই দু রকম জ্বরের কথা মনে করিয়া রাখা চাই; নৈলে গোলমাল হইয়া যাবে।

সবিরাম-জ্বরে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িলে, গা ঠাণ্ডা হইলে রোগীকে কুইনাইন্ খাওযাইয়া আমরা তার জ্বর আসা বারণ করি। কিন্তু স্বল্পবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত কমিলে রোগীকে কুইনাইন্ দিই না, কুইনাইনের ব্যবস্থা করি না। গায়ের তাত কমিলে কুইনাইন্ দিই না বলিয়াই ত স্বল্পবিরাম-জ্বরে রোগী এত ভোগে; আর মারাও যায়। গায়ের তাত থাকিতে কুই-

নাইন্ খাওয়াইতে নাই—খালি এই ভুলেই স্বল্প-বিরাম-জ্বরে আমাদের দেশে বছর বছর হাজার হাজার লোক মরে। কুইনাইন্ খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে—কুইনাইনের এ গুণটা যদি আমাদের সকলেরই জানা থাকিত, তবে এ রকম ভুল কি কখনও হয়, না হইতে পারে? কখনই না। স্বল্পবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত কমিলে রোগীকে আমরা কুইনাইন্ খাওয়াই না বলিয়াই ত, আমরা জ্বর-বিকার সৃষ্টি করি, জ্বর-বিকার তয়ের করি। অমুকের বাতশ্লেষ্ম-বিকার হইছিল, আঠার দিনের দিন মারা গিয়াছে। অমুকের বাতশ্লেষ্ম-বিকার হইছিল, বেয়াল্লিশ দিনের দিন পথ্য পাইয়াছে। অমুকের আজ্ দশ দিন পিত্তশ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছে, রক্ষা পায় কি না, বলা যায় না। এই

সব জ্বর-বিকার, স্বল্পবিরাম-জ্বর বৈ আর কিছুই নয়। গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ খাওয়াইতে নাই—খালি এই ভুলেই স্বল্পবিরাম-জ্বর থেকে এই সব জ্বর-বিকার ঘটে। নৈলে, স্বল্পবিরাম-জ্বর হইলেই যে অমনি বাতশ্লেষ্ম-বিকার কি পিত্তশ্লেষ্ম-বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তা নয়। সবিরাম-জ্বরে জ্বর ছাড়িয়া গেলে, গা ঠাণ্ডা হইলে নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে জ্বর আর আসে না—আমাদের দেশের মেয়েরাও এ জানে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত কমিলে, নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে গায়ের তাত আর বাড়ে না—গায়ের তাত ক্রমে কমিয়া সহজ হইয়া আসে—আমাদের দেশের মেয়েরাও যখন এ জানিবে, তখন জ্বর-বিকারের

নামও কেউ শুনিতে পাইবে না। বর্গির হঙ্গাম, বর্গির লুট পাট, এখন আমাদের কাছে যেমন গল্প হইয়া পড়িয়াছে; সহমরণ এখন আমাদের কাছে যেমন গল্প হইয়া পড়িয়াছে; বাতশ্লেষ্ম-বিকার, পিত্তশ্লেষ্ম-বিকার তখন লোকের কাছে তেমনি গল্প হইয়া পড়িবে। এমন দিন কবে হবে! আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশের লোকের ভাগ্য কবে ফিরিবে! এমন দিন আপনি হবে না। আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশের লোকের ভাগ্য আপনি ফিরিবে না। যীশু খৃষ্টের ধর্ম্ম এ দেশে প্রচার করিবার জন্যে পাদ্‌রী সাহেবেরা গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়া, শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্র ইতর, সকলকে যে রকম করিয়া বুঝাইতেন; কুইনাইন্ খাইলে গায়ের তাত

কমে—গায়ের তাত কমাইবার শক্তি কুই-নাইনের বেশই আছে ; স্বল্পবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত কমিলে নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়া-ইলে গায়ের তাত আর বাড়ে না, গায়ের তাত ক্রমে কমিয়া সহজ হইয়া আসে ; সবিরাম-জ্বরে জ্বর ছাড়িলে যেমন নিয়ম করিয়া কুই-নাইন্ খাওয়াইতে হয়—সকলেই জানে; স্বল্প-বিরাম-জ্বরে গায়ের তাত কমিলে তেমনি নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, যখন সকলে জানিবে, তখন জ্বর-বিকারের ভয় আর থাকিবে না, তখন জ্বরে এত লোক মরিবেও না—গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্র ইতর, সকলের কাছে এই সব কথা যদি সেই রকম করিয়া বলিয়া বেড়ান যায়, তবে এই ম্যালেরিয়ার দেশের লোকের ভাগ্য

ফিরিবার আশা করিতে পার।

(৩) কোন রকম উপসর্গ থাকিলে জ্বরে কেউ কুইনাইন্ খায় না—জ্বরে কেউ কুইনাইন্ খাইতে পরামর্শ দেয় না। লোকের এটা ভারি ভুল। খালি এই ভুলেই আমাদের দেশে বছর বছর কত লোক মরে, তা বলা যায় না। তাতেই বলি, লোকের এ ভুল শুধ্‌রে দিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই। কুই-নাইন ম্যালেরিয়া-জ্বরের অসুদ নয়, ব্রহ্মাস্ত্র—এ কথাটা যদি মনে থাকে; আর, উপসর্গ, জ্বরের অঙ্গ; জ্বরেই উপসর্গ আনে, উপসর্গ আপনি আসে না; জ্বর কমিলে উপসর্গ আপনিই কমে; জ্বর গেলে উপসর্গ আপনিই যায়—এ কথা গুলিও যদি মনে করিয়া রাখ; তবে, উপসর্গ থাকিতে জ্বরে কুইনাইন্ খাইতে

নাই—এ কথা তুমি কি আর শুন, না শুনিতে চাও—কখনই না। তাতেই বলি, ম্যালেরিয়া-জ্বরে উপসর্গ না মানিযা কুইনাইন্ দিবে। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক না, আর যে উপসর্গই কেন থাক না, কুইনাইন্ দিতে কখনও ভুলিও না, কি ইতস্তত করিও না? নির্ভয়ে কুইনাইন্ দিবে। কুইনাইন্ দিলে উপসর্গ কি উপদ্রব বাড়িবে —এ একবারও মনে করিবে না। কেন না, উকসর্গ কি উপদ্রবের কারণই ত ম্যালেরিয়া। কুইনাইন্ দিয়া যদি ম্যালেরিয়ার বিষ নষ্ট করিতে পারিলে, তবে উপসর্গ কি উপদ্রবের আসল কারণই ত নষ্ট করিলে। কুইনাইন্ খাওয়াইলে, উপসর্গ বাড়িবে বলিয়া যদি কুইনাইন্ না দেও, তবে তোমার হাতে রোগীর

মৃত্যু, ধরিয়া রাখ। ম্যালেরিয়া-জ্বরের সন্নিপাতেও কুইনাইন দিবে। মোটামুটি জানিয়া রাখ, ম্যালেরিয়া-জ্বরে কোনও উপসর্গ মানিবে না ; জ্বর ছাড়িলে, কি জ্বর কম্‌লে উপসর্গের অস্থদ আর কুইনাইন্ একত্র দিবে।

সবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্বল্পবিরাম-জ্বরেই উপসর্গ বেশী ঘটে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে যে সব উপসর্গ ঘটে, সে সব উপসর্গের কথা আর সে সব উপসর্গের চিকিৎসা যাঁরা জানিতে চান, তাঁদের সরল জ্বর-চিকিৎসা পড়িতে অনুরোধ করি।

(৪) কুইনাইন্ কেবল জ্বরেরই অস্থদ—লোকে এইটীই জানে—লোকের এইটীই জানা আছে। লোকে এইটী জানে বলিয়া জ্বর ছাড়া আর কোনও

রোগের বেলায় কুইনাইনের খোঁজ করে না। সাধারণের বিশ্বাস, ম্যালেরিয়া থেকে কেবল ম্যালেরিয়া-জ্বরই হয়; ফল কিন্তু তা নয়। ম্যালেরিয়া থেকে আরও অনেক রকম ব্যামো হয়। ম্যালেরিয়ার জ্বালায় যাঁরা সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন না, তাঁদের এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়। জ্বর ছাড়া, ম্যালেরিয়া থেকে আর যে সব রোগ হয়, এখানে সে সব রোগের নাম লিখিয়া দিলাম।

(১) রক্ত-আমাশা।

(২) পেট-নাবা।

(৩) শরীরের জায়গায় জায়গায় শূলনি আর কামড়—সে শূলনি আর কামড় সহজ নয়, তাতে রোগী একবারে অস্থির হইয়া পড়ে—

(যেমন বাউ-শূল, মাথার কামড়—মাথা-কামড়ানো, হাত পায়ের কামড়)।

(৪) মাথা-ধরা।

(৫) আধ-কপালে মাথা-ধরা।

(৬) বাত।

(৭) পক্ষাঘাত।

(৮) মাঝে-মাঝে ভ্রমি যাওয়া।

(৯) খাওয়ার পর বমি।

(১০) খাওয়ার পর পেট-ব্যথা।

কুইনাইন্ ম্যালেরিয়া-জ্বরের যেমন ব্রমাস্ত্র, ম্যালেরিয়া থেকে আর যে সব রোগ হয়, সে সব রোগেরও তেমনি ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বর ছাড়া, কুইনাইনে এত রোগ সারে, লোকে জানিতে পারিলে, কুইনাইনের ব্যবহার ঢের বাড়িবে।

কুইনাইনে যে কত রোগ ভাল হয়, আজ্

পর্য্যন্ত তা ঠিক্ই হয় নাই। একটী ছেলেকে একজন সাহেব জিজ্ঞাসা করিছিলেন "বালক, ঈশ্বর কোথায় আছেন যদি তুমি বলিতে পার, তবে তোমাকে আমি একটী কমলা লেবু দিব"। ছেলেটী উত্তর করিল "মহাশয়, ঈশ্বর কোথায় নাই, যদি আপনি বলিতে পারেন, তবে আপনাকে আমি দুটী কমলা লেবু দিব"। কুইনাইনেরও বেলায় ঠিক্ এই রকম উত্তর প্রত্যুত্তর চলে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কুইনাইনে কোন্ কোন্ রোল ভাল হয়? তুমি তাকে ফিরে জিজ্ঞাসা করিতে পার, কুইনাইনে কোন্ রোগ ভাল হয় না, তুমি আগে বল, তার পার তোমার কথার উত্তর দিব। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে শেষে এক দিন ডাক্তারদের নিশ্চয়ই বলিতে হবে, "যুত বরাত

করিয়া দিতে পারিলে, কুইনাইনে সব রোগই ভাল হয়"।

ঘা——কুইনাইন্, ম্যালেরিয়া-জ্বরের যেমন ব্রহ্মাস্ত্র, ঘায়েরও তেমনি ব্রহ্মাস্ত্র। এমন ঘা নাই, যা কুইনাইনের মলমে ভাল হয় না। ১ ঔন্স্ জিঙ্ক্ অইণ্টমেণ্টের সঙ্গে ১০ গ্রেন্ কুইনাইন মিশাইয়া, সেই মলম লাগাইলে দু বছরের পুরাণ ঘা ১৫ দিনের মধ্যে ভাল হইছিল। কুইনাইনেব মলম লাগাইবার আগে ঘা থেকে খুব বেশী পূয পড়িত। কুই-নাইনের মলম লাগানর পর, তিন চারি দিনের মধেই পূয-পড়া খুবই কমিয়া গেল, আর সব ঘা'র উপর বেশ দানা বাঁধিল। এই রকম করিয়া ঘা দেখিতে দেখিতে সারিয়া গেল। ঘা ভাল করিবার শক্তির পরিচয় কুইনাইনের

এর বাড়া আর কি হইতে পারে?

পূয পড়া—পূযের দুর্গন্ধ——একটী স্ত্রীলোকের বুকের খোলের ভিতর পূয হইছিল। সে চারি মাস এই রোগে ভুগিয়া এক জন ডাক্তরের কাছে উপস্থিত হয়। ডাক্তর মহাশয় তার পাঁজর ফুটো করিয়া (ট্যাপ্ করিয়া) বুকের খোলের ভিতর থেকে দু সের আন্দাজ দুর্গন্ধ পূয বাহির করেন। পূয বাহির করার পর, কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ মিশনো গরম জল দিয়া রোজ তার বুকের খোল ধুয়ে দিতে লাগিলেন। কিন্তু এতে তার বেশী বেশী পূয-পড়াও গেল না—পূযের দুর্গন্ধও ছেল না। শেষে কার্ব্বলিক য়্যাসিড্-মিশনো গরম জল দিয়া বুকের খোল ধুয়ে দেওয়ার পর, ৩ ঔন্স জলে ৬ গ্রেন্ কুইনাইন্ মিশাইয়া, সেই কুই-

নাইন্-মিশনো জল তার বুকের খোলের ভিতর রোজ পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে লাগিলেন। কুইনাইন্-মিশনো জল বুকের খোলের ভিতর থেকে বাহির হইয়া না আসে, এমন উপায়ও করিয়া দিলেন। কুইনাইন্-মিশনো জল বুকের খোলের ভিতর যে দিন পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেন, তার পর দিন থেকেই পূয-পড়া খুব কমিয়া গেল; পূযের দুর্গন্ধও প্রায় গেল। অল্প দিনের মধ্যেই রোগিণীর ব্যামো বেশ সারিয়া গেল। পূয-পড়া বারণ করিবার শক্তির, আর পূযের দুর্গন্ধ দূর করিবার শক্তির পরিচয় কুইনাইনের এর বাড়া আর কি হইতে পারে?

ধাতের ব্যামো——কুইনাইন্ ধাতের ব্যামোরও ব্রহ্মাস্ত্র। ধাতের ব্যামোতে কুই-

নাইন্ জলের সঙ্গে মিশাইয়া প্রস্রাবের দুওরের ভিতর পিচ্কিরি করিয়া দিতে হয়। ধাতের ব্যামোকে ডাক্তরেরা গনোরিয়া বলেন। ধাতের ব্যামোর ঢের রকম চিকিৎসা আছে। সে সব চিকিৎসায় পূয-পড়া বা ধাত-চলা একবারে নিবারণ করিতে যে সময় লাগে, কুইনাইনের চিকিৎসায তার চেয়ে ঢের কম সময় লাগে। এ ছাড়া, ধারক অস্থুদের পিচ্-কিরিতে ধা'ত-চলা বন্ধ হওয়ার পর, দিন কতক সে অস্থুদের পিচ্কিরি বন্ধ করিলে আবার ধা'ত চলিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কুইনাইনের চিকিৎসায় সে ভয় মোটেই নাই। তেজাল ধরক অস্থুদের পিচ্কিরি করিলে, অনেক সময় বিচি (অণ্ড) ফোলে আর তাতে ব্যথা হয়। কিন্তু কুইনাইনের চিকিৎসায় এ

রকম কখনও ঘটে না। কুইনাইনের চিকিৎসায় ধা'তের ব্যামো কখনও পুরাণ পড়ে না—এইটীই কুইনাইনের বিশেষ গুণ। কেন না, পুরাণ পড়িলে যে রোগ সারিতে চায় না বা সারে না; পুরাণ হইলে যে রোগ থেকে নানা উপসর্গ আসিয়া জোটে; পুরাণ হইলে যে রোগ রোগীর নানা ক্লেশের—নানা যন্ত্রণার কারণ হয়; যে অসুদে সে রোগকে পুরাণ পড়িতে দেয় না, সে অসুদকে অসুদ বলিবে, না সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বলিবে! ১ ঔন্স চোআন জলে ২॥ আড়াই গ্রেন্ কুইনাইন্ মিশাইয়া, কুইনাইন্-মিশনো সেই জল প্রস্রাবের দুওরের ভিতরে রোজ ৩।৪ বার পিচ্‌কিরি করিলে, দেখিতে দেখিতে ধা'ত চলা বন্ধ হয়, আর ধা'তের ব্যামো সারিয়া যায়। চোআন

জলকে ডাক্তারেরা ডিষ্টিল্ড্ ওআটর্ বলেন।

ফোড়া দিয়া পূয-পড়া—আপনি গলিয়া যাওয়ার পরই হোক্, আর অস্ত্র করার পরই হোক্, ফোড়া দিয়া যদি বেশী পূয পড়িতে থাকে, পূয-পড়া ক্রমে না কমিয়া যদি ক্রমে বাড়িতেই থাকে, তবে ফোড়ার ভিতর কুইনাইন্-মিশনো জল পিচ্কিরি করিয়া দিলে পূয-পড়া দেখিতে দেখিতে থামিয়া যায়। পূয-পড়া নিবারণের যেমন অষুদ কুইনাইন্, তেমন অষুদ আর একটী আছে কি না, জানি না। ফোড়ার আকার প্রকার বুঝিয়া কুই-নাইন্-মিশনো জলের পরিমাণের ইতর বিশেষ করিবে। ফোড়া যদি বড় হয়, তবে তার মধ্যে কুইনাইন্-মিশনো জল একটু বেশী করিয়া পিচ্কিরি করিবে। ছোট ফোড়ার

মধ্যে কম জল (কুইনাইন্‌-মিশনো জল) পিচ্‌-কিরি করিবে। পিচ্‌কিরি করিবার জন্যে, ১ ঔন্স জলের সঙ্গে ৩ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ মিশাইবে; ২ ঔন্স জলের সঙ্গে ৬ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ মিশাইবে।

কান-পাকা—কান দিয়া পূয-পড়া—

এক জনের সাত বছরের কান-পাকা, কুইনাইন্‌ মিশনো নারিকেল-তেল কানে দিয়া ১৫ দিনের মধ্যে ভাল হইছিল। কানে তেল দেওয়ার পর, কানের ভিতর থেকে তেল বাহির হইয়া না আসে, আর কানের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস না যায়, এই জন্যে কাপাসের তুলো দিয়া কান ঢাকিয়া রাখিতে বলা হইছিল। কুইনাইন্‌-মিশনো তেল কানে দিবার আগে, গরম জল আর সাবান দিয়া সে, কান বেশ পরিষ্কার করিত।

তার বয়স যখন দশ বছর, তখন তার কান পাকে। তার পর, ছ সাত বছর ভুগিয়া শেষে কুইনাইন্-মিশনো নারিকেল-তেল কানে দিয়া বেশ ভাল হইয়া যায়। পিতলের একটা বাটিতে এক ছটাক নারিকেল-তেল চড়াও। তেল ফুটিয়া উঠিলে, তাতে ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ ঢালিয়া দেও। তার পর, একটা কাটি দিয়া তেলটা বেশ করিয়া নাড়ো। তেলের সঙ্গে কুইনাইন্ বেশ মিশিয়া গেলে তেল নামাইয়া জুড়াইতে দেও। জুড়াইয়া গেলে সেই তেল কানে রোজ ৩।৪ বার করিয়া দিবে।

নাক দিয়া দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা পূয-পড়া—গর্মির ব্যামো থেকে এ রোগ হয়। সময় মত এ রোগের ভাল চিকিৎসা না হইলে হাড় নষ্ট

হইয়া নাক বসিয়া যায়। পীনস রোগে নাক বসিয়া যায়—অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কড্‌লিবর্ অইলের সঙ্গে আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ খাইবার ব্যবস্থা করিবে, আর নাকের ভিতর কুইনাইন্-মিশনো নারিকেল-তেল তুলি করিয়া রোজ ৩।৪ বার লাগাইবে। কত টুকু নারিকেল তেলের সঙ্গে কতটুকু কুইনাইন্ কেমন করিয়া মিশাইতে হয়, কান দিয়া পূয-পড়ার কথা বলিবার সময় তা বলিছি।

দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত-পড়া—দাঁতের মাজনের সঙ্গে কুইনাইন্ মিশাইয়া সেই মাজন ব্যবহার করিলে দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত-পড়া সারে। খালি কুইনাইন্ দিয়াও দাঁত মাজিলে সেই ফল হয়।

আলটাক্‌রার পচা ঘা—কুইনাইনের কুলি

করিলে আল্‌টাক্‌রার পচা ঘা ভাল হয়। জলের সঙ্গে কুইনাইন্‌ মিশাইয়া কুইনাইন্‌-মিশনো সেই জলের কুলি করিবে। আধ ছটাক জলের সঙ্গে ৩ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ মিশাইবে। একবারকার কুলির জলের আর কুইনাইনের এই ভাগ বিলি জানিবে। রোজ ৪। ৫ বার করিয়া কুলি করিবে। আল্‌টাক্‌-রার পচা ঘাকে ডাক্তরেরা পিয়ুট্রিড্‌ সোর-থ্রোট্‌ বলেন।

পাচড়া——কুইনাইনে পাচড়া সারে। পিত-লের একটা বাটিতে আধ পোআ নারিকেল-তেল চড়াও। তেল ফুটিয়া উঠিলে, তাতে ৪০ গ্রেণ কুইনাইন্‌ ঢালিয়া দেও। তার পর, একটা কাটি দিয়া তেলটা বেশ করিয়া নাড়ো। তেলের সঙ্গে কুইনাইন্‌ বেশ মিশিয়া গেলে,

তেল নামাইয়া জুড়াইতে দেও। জুড়াইয়া গেলে, সেই তেল তুলি করিয়া পাচড়ায় রোজ তিন চারি বার করিয়া লাগাইবে। গরম জল আর সাবান দিয়া পাচড়া বেশ পরিষ্কার করিয়া তবে তাতে কুই-নাইনের তেল লাগাইবে। কুইনাইনের তেল এই রকম করিয়া লাগাইলে পাচড়া তিন চারি দিনের মধ্যে সারিয়া যায়। একবারে যদি ৪০ চল্লিশ গ্রেণ কুই-নাইনের দাম না জুটাইতে পার, তবে চারি পয়সা দিয়া ডাকঘর থেকে চারি মোড়ক কুই-নাইন্ কিনিয়া আনিবে। ডাকঘরে এক এক মোড়কে ৫ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন্ থাকে —এ কথা এর আগেই বলিছি। চারি পয়-সায় চারি মোড়কে ২০ গ্রেণ কুইনাইন্

পাবে। সেই কুড়ি গ্রেণ কুইনাইন্ দিয়া অর্দ্ধেক মাত্রা তেল তয়ের করিবে।

পাচড়ায় পোকা আছে অনেকেই জানেন; পাচড়ার পোকা কেউ কেউ দেখিয়াও থাকিবেন। পাচড়ার পোকা এম্‌নি দেখা যায় না। খুব ছোট জিনিশ বড় দেখায় এমন এক রকম যন্ত্র আছে। সে যন্ত্রকে ইংরিজিতে মাই-ক্রস্কোপ্ বলে; ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণ বলে। সেই যন্ত্র দিয়া পাচড়াব পোকা বেশ দেখা যায়।

দাদে গাছ আছে অনেকেই জানেন না; অনেকে তা বিশ্বাসই করেন না। দাদে যে গাছ আছে, সে গাছও এম্‌নি দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া বেশ দেখা যায়। পোকায় যেমন পাচড়ার সৃষ্টি করে, গাছে

তেমনি দাদের সৃষ্টি করে। গাছ যেমন জলে বাড়ে, দাদও তেমনি জলে বাড়ে। গায়ের যে সব জায়গা বেশী ঘামে—যে সব জায়গা ঘামে ভিজে থাকে, সেই সব জায়গাতেই দাদ বেশী হয়। নৌকোর দাঁড়ী মাজী—যারা বৃষ্টিতে বেশী ভেজে, তাদেরই দাদ বেশী হয়। গাছের যে স্বভাব, এতে দাদেরও সেই স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

টাকেও গাছ আছে; গাছে টাকেরও সৃষ্টি করে। সাধারণের বিশ্বাস, টাক, পোকার কাজ; টাক-পোকায় চুল নষ্ট করিয়া টাকের সৃষ্টি করে। ফল কিন্তু তা নয়; গাছেই চুল নষ্ট করে—গাছেই চুল নষ্ট করিয়া টাকের সৃষ্টি করে।

তবেই জানিয়া রাখ, পাচ্ড়া, পোকার

কাজ ; দাদ, গাছের কাজ ; টাকও গাছের গাছ।

আর এক রকম টাক আছে ; সে টাক, গাছের সৃষ্টি নয়, সে টাকে গাছ নাই, গাছে সে টাক সৃষ্টি করে না। সে টাক, জ্বর আর গর্ম্মির ব্যামো—এই দুয়ের ফল। জ্বরের পর চুল উঠে যায় সকলেই জানেন। জ্বরের পর চুল উঠে যাওয়া আঁতুড়ে পোআতিদেরই বেশী ঘটে। জ্বর একটু শক্ত রকম হইলে —জ্বরে বেশী দিন ভুগিলে চুল উঠে যায়।

যদি বল, কুইনাইনের বৈতে পাচড়ার পোকা, দাদের গাছ, টাকের গাছ—এ সব কথা কেন? এ সব কথা কেন, তা বলি। পাচড়ার পোকার মত যে সব জীব বা প্রাণী, আর দাদের আর টাকের গাছের মত যে সব

গাছ এম্‌নি দেখা যায় না—অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়, কুইনাইন্‌ সে সব জীব বা প্রাণীর পক্ষে আর সে সব গাছের পক্ষে সাংঘাতিক বিষ। কুইনাইনের সঙ্গে ছোঁআ ছুঁয়ি হইলে সে সব জীব আর সে সব গাছ নষ্ট হয়। এই জন্যে, পাচড়া, দাদ, টাক—এ তিনটী রোগের কুইনাইন্‌ এমন অষুদ। খালি এ তিনটী রোগ বলিয়া নয়; চামড়ার আর যে সব রোগ ঐ রকম পোকার বা গাছের কাজ, কুইনাইন্‌ সে সব রোগেরও তেমনি অষুদ। এখন সাহেবদের ডিস্‌পেন্সরিতে কুইনাইনের তেল টাকের ভাল অষুদ বলিয়া বিক্রি হইতেছে।

অনেকেই দেখিয়াছেন, পচা জলের উপর চট্‌চটে আটাল এক রকম গাঁজলা বা ফেণা

ভাসে। সেই গাঁজলা বা ফেণা থেকে এক রকম গাছ হয়। সে গাছ এম্‌নি দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়। সে গাছকে ডাক্তারের ব্যাক্‌টীরিয়া বলেন। ঘা ঘো, পূয রস যে পচে—ঘা ঘো, পূয রসে যে দুর্গন্ধ হয়, তার আসল কারণই এই ব্যাক্‌টীরিয়া। কুই-নাইন্ এই ব্যাক্‌টীরিয়া নষ্ট করে—এই ব্যাক্-টীরিয়ার পক্ষে কুইনাইন্ বিষ। এই ব্যাক্-টীরিয়া নষ্ট করিয়া কুইনাইন্ ঘা ঘোর পচনি নিবারণ করে; পূযের দুর্গন্ধ দূর করে। ঘা ঘোতে কুইনাইন্ লাগাইলে—ঘা ঘোর ভিতর কুইনাইন পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে ঘা ঘোর পাচনি নিবারণ হয়, ঘা ঘোর দুর্গন্ধ যায়, পূয়ের দুর্গন্ধ যায়—তার কারণ এই।

যে সব জীব আর যে সব গাছ এত ছোট্ট

যে, খালি চকে নজর হয় না, খালি চকে দেখা যায় না; অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়; সে সব জীব আর সে সব গাছ নষ্ট করে বলিয়া কুইনাইনে জলীয় জিনিশের মাতিয়া উঠা বা গাঁজিয়া উঠা পর্য্যন্ত নিবারণ করে। ৩০০ ভাগ জলে ১ ভাগ কুইনাইন্ গলাইয়া, সেই জলে রাখিলে মাংস পচে না, মাখন পচে না, ডিমের ভিতরকার লাল পচে না; সে জলের সঙ্গে মিশাইলে দুধ পচে না, মূত পচে না; অনেক দিন টাট্কা থাকে। যত দিন কুইনাইন্ নিজে ঠিক্ থাকে, নষ্ট না হয়, তত দিন ও সব ঠিক্ বেন টাট্কা থাকে।

যে বৈতে কুইনাইনের এত কথা বলা হইল, সে বৈতে কুইনাইনের আসল গুণের কথা যদি না থাকে, তবে বৈ খানি অঙ্গহীন হয় বলিয়া এ

সব একটু বিশেষ করিয়া বলিলাম।

কুইনাইন্ আর কত রোগে ব্যবহার হয়—কুইনাইন্ আর কত রোগে ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায় বলি, এক দুই করিয়া গুণিয়া যাও।

(১) মৃগি—মৃগিকে ডাক্তরেরা এপিলেপ্‌সি বলেন। মৃগি চাগাইবার আগে একবারে বিশ (২০) গ্রেণ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলে অনেক সময় রোগী সে ঝোঁক সামলাইয়া যায়।

(২) টংকার—টংকারকে ডাক্তরের টেটেনস্ বলেন। ফরাসী দেশের এক জন ডাক্তর খালি কুইনাইন্ খাওয়াইয়া পোনর দিনের মধ্যে একটী টংকার-রোগীকে ভাল করিয়াছিলেন। পায়ের আঙুলে ছেঁচা-ঘা লাগিয়া

তার টংকার হয়। ডাক্তার সাহেব তাকে রোজ ৪৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতেন। দিন রাতে রোগীকে ৪৫ গ্রেনের বেশী কুইনাইন্ দেওয়া হইত না। এই রকম বেশী মাত্রায় কুইনাইন্ টংকারের একটী ভাল অষুদ— এটা যেন মনে থাকে।

(৩) মুখ-রোগ—মুখো-রোগকে ডাক্তারেরা ক্যাংক্রম্ ওরিস্ বলেন। দাঁতের গোড়া ফোলা; দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত-পড়া, দাঁতের গোড়ায় ঘা; গালে ঘা—এ সবই মুখ-রোগের মধ্যে ধরিতে হবে। অনেক দিনের পিলে-জ্বরে দাঁতের গোড়া ফোলে, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে, দাঁতের গোড়ায় ঘা হয়, গালে ঘা হয়। এ অবস্থায় কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোজ ৩।৪ বার করিয়া কষ-

জলের কুলি করিলে খুব উপকার হয়। বাব-লার ছাল, বকুলের ছাল, পেয়ারার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কষ-জলের কুলি করিবে। কষ-জল বেশ ঠাণ্ডা হইলে, তবে তার কুলি করিবে।

(৪) স্কর্ব্বি—অনেক দিন শাক সব্জি, ফল মূল না খাইলে গায়ে এক রকম ঘা ফোটে; ছুতোয় নতায় সে ঘা দিয়া রক্ত পড়ে। দাঁতের গোড়ার বেগুণে রং হয়, আর একটুতেই দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে। এ রোগকে ডাক্তা-রেরা স্কর্ব্বি বলেন। এই রোগে রোগী যদি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে তাকে নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে বেশ উপকার হয়। এ ছাড়া, সিংকোনার ছালের পাচনের (ডিকক্‌শন্ সিংকোনার) কুলি করিতে দিলে,

আর লেবুর রসের সঙ্গে টাট্‌কা কল্‌মি শাকের ঝোল পথ্য দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে বারে বারে একটু একটু করিয়া বল্‌কা দুধ খাওয়াইবে।

(৫) ওলাউঠো—উলাউঠোকে ডাক্তরেরা কলরা বলেন। এই দুরন্ত রোগের চিকিৎসায় কুইনাইন্ ব্যবহার করিয়া অনেক জায়গায় বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।* কুইনাইন্, শিশুদের ওলাউঠোর একটী খুব ভাল অসুদ। জ্বর জাড়ির সময় আগে থাকিতে কুইনাইন্ খাইলে যেমন জ্বরের হাত এড়ান যায়, ওলা-উঠোর সময় আগে থাকিতে কুইনাইন্ খাইলে তেমনি ওলাউঠোর হাত এড়ান যায়

---

*আমার বিশ্বাস, কুইনাইন্ ম্যালেরিয়া জ্বরের যেমন অসুদ, ওলাউঠোরও তেমনি অসুদ,—এ কথা ভবিষ্যতে ডাক্তরদের বলিতে হবে।

—এ কথা এর আগেই বলিছি। ম্যালেরিয়া-জ্বর আর ওলাউঠো—এ দুটী রোগের স্বভাব যাঁরা বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ম্যালেরিয়া এ দুটী রোগেরই আসল কারণ, এ বিশ্বাস তাঁদের হইয়াছে। ম্যালেরিয়া যে এ দুটী রোগেরই আসল কারণ, এখানে তার গুটি কতক প্রমাণ দিই।

(ক) যেখানে ম্যালেরিয়া-জ্বরের বাড়া-বাড়ি, সেই খানেই ওলাউঠোরও বাড়া-বাড়ি।

(খ) ম্যালেরিয়া-জ্বরের রোগীর অবস্থার সঙ্গে ওলাউঠোর রোগীর অবস্থার ঢের মিল দেখা যায়। যে জ্বরে তড়ি-ঘড়ি সন্নিপাত অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, সে জ্বরের সন্নিপাত অবস্থা, আর ওলাউঠোর সন্নিপাত অবস্থা—এ দুয়ে কিছু তফাত নাই বলিলেই

হয়। জ্বরের সন্নিপাত অবস্থার রোগীর কাল্-ঘাম, হিমাঙ্গ, মুখের চেহারা, অস্থিরতা যাঁরা বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিয়াছেন; ওলাউঠো রোগের সন্নিপাত অবস্থার রোগীর কাল্-ঘাম, হিমাঙ্গ, মুখের চেহারা, অস্থিরতা তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে।

(গ)কুইনাইনে ওলাউঠো রোগ ভাল হয়।

(ঘ) ওলাউঠোর সময় আগে থাকিতে কুইনাইন্ থাইলে ওলাউঠো হয় না।

(৬) পেটের-ব্যামো—পেটের-ব্যামোকে ডাক্তরেরা ডায়ারীয়া বলেন। জ্বর ছাড়া, ম্যালিরিয়া থেকে আর যে সব রোগ হয়, সে সব রোগের মধ্যে পেটের-ব্যামো একটা রোগ—এ কথা এর আগেই বলিছি। যে পেটের-ব্যামোর আসল কারণই ম্যালেরিয়া,

সে পেটের-ব্যামোর কুইনইন্ যে ব্রহ্মাস্ত্র, তা কি আর বলিতে হবে ?

(৭) রক্ত-আমাশা—রক্ত-আমাশাকে ডাক্তরেরা ডিসেণ্টরি বলেন। জ্বর ছাড়া, ম্যালেরিয়া থেকে আর যে সব রোগ হয়, রক্ত-আমাশা সে সব রোগের মধ্যে একটী রোগ—এ কথা এর আগেই বলিছি। রক্ত-আমাশা-রোগীর পেটের কামড়, শূলনি, আর কোঁতানি নিবারণের জন্যে কুইনাইনের সঙ্গে আফিং দিতে হয়।

পেট-নাবা আর রক্ত-আমাশা—এ দুটী রোগ ম্যালেরিয়া থেকে হয়, অনেক চিকিৎসকেরও তা জানা নাই। জানা থাকিলে, তাঁরা এ দুটী রোগে কুইনাইন্ দিতে ডরাইবেন কেন ? পেট-নাবার সঙ্গে বা রক্ত-আমাশার

সঙ্গে জ্বর থাকিলেও তাঁরা কুইনাইন্ দেন না!

(৮) নিয়ুমোনিয়া—ফুস্কোর প্রদাহকে ডাক্তারেরা নিয়ুমোনিয়া বলেন। প্রদাহকে তাঁরা ইন্‌ফ্ল্যামেশন বলেন। কোন জায়গা ফুলিলে, রাঙা হইলে, আর তাতে ব্যথা হইলে, ভাল কথায় সে জায়গার প্রদাহ হইয়াছে বলি। কুইনাইন্, পিলের যেমন অসুদ, নিয়ুমোনিয়ারও তেমনি অসুদ। নিয়ুমোনিয়া রোগে রোগীর যে অবস্থাই কেন ঘটুক না, নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে পারিলে, তার উপকার হয়ই হয়।

(৯) ছেলেদের অনেক রকম কাশি—যে সব কাশি দমকে দমকে হয়, আর কাশির ধমকে একবারে দম বন্ধ হইবার মত হয়, সে

সব কাশিতে কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাওয়াইলে খুব উপকার হয়।

(১০) ঘুংড়ি-বাল্‌শা—ঘুংড়ি-বাল্‌শাকে ডাক্তরেরা ক্রুপ বলেন। ঘুংড়ি-বাল্‌শা ম্যালেরিয়া থেকে হয়। ঘুংড়ি-বাল্‌শা ছেলেদেরই হয়। ঘুংড়ি-বাল্‌শায় খুব বেশী মাত্রায় কুইনাইন্ খাওয়াইলে খুব উপকার হয়। এ রোগে কুইনাইন্ খুব সয়।

(১১) বিসর্প রোগ—বিসর্প রোগকে ডাক্তরেরা ইরিসিপেলস্ বলেন; সচরাচর লোকে পশ্চিমে বলে। এ রোগে শরীরের জায়গায় জায়গায় রাঙা হয়; সে রাঙা জায়গা একটু ফুলো ফুলো হয়, আর খুব গরম হয়। রাঙাটা ক্রমে ছড়াইতে থাকে। এর সঙ্গে জ্বরও খুব হয়। কুইনাইন এ

রোগের একটী খুব ভাল অস্থদ। এ রোগে টিংচর ষ্টীলের সঙ্গে কুইনাইন্ খাওয়াইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কেন না, টিংষ্টীল'রচ নিজেই এ রোগের আর একটী খুব ভাল অস্থদ। টিংচর ষ্টীলের পূর মাত্রা ১০ ফোটা।

(১২) আমবাত— আমবাতকে ডাক্তরেরা অর্টিকেরিযা বলেন। কুইনাইন্ আমবাতের একটী ভাল অস্থদ। আমার ৫ বছরের একটী ছেলের রোজ বেলা ১টার সময় সব গায়ে আমবাত বাহির হইত। রাত্রি ১০টা। ১১টার মধ্যে সে আমবাত মিলাইয়া যাইত। সোডার সঙ্গে কুইনাইন্ খাওয়াইয়া আর আমবাতের উপর বারে বারে সোহাগার জল লাগাইয়া শিশুকে ভাল করিয়াছিলাম। আমবাতের চুল-কুনি ভাল করিবার সোহাগা একটী খুব ভাল

অম্বুদ। এক পোআ জলে এক কাঁচ্চা সোহাগার গুঁড়ো দিয়া সেই জল আমবাতের উপর তুলি করিয়া বারে বারে লাগাইতে হয়।

(১৩) পোড়ানারেঙ্গা—পোড়ানারেঙ্গাকে ডাক্তরেরা পেম্ফিগস্ বলেন। কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাওয়াইলে ঘায়ের উপর যে কোন একটা মলম দিলে, আর খাওয়া দাওয়ার ধরাধর করিলে, পোড়ানারেঙ্গা শীঘ্রই সারিয়া যায়।

(১৪) রাত-কাণা, দিন-কাণা, আলোর দিকে তাকাইতে না পারা—কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাইলে এই তিনটী রোগ আর চক্ষের আরও ঢের রোগ ভাল হয়।

(১৫) সূতিকা-ঘরে পোআতিদের উন্মাদ-রোগ—এ রোগকে ডাক্তরে পিয়র্পিরাল ইন্-

স্যানিটি বলেন। এ রোগে বেশী মাত্রায় কুইনাইন্ খাওয়াইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(১৬) উন্মাদ রোগ—মাঝে মাঝে যে উন্মাদ রোগ চাগায়, কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খওয়াইলে, সে উন্মাদ রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(১৭) কৃমি—কেঁচো কৃমি, সুতো কৃমি, ফিতে কৃমি—এই তিন রকম কৃমিরই কুইনাইন্ খুব ভাল অশুদ। সুতো কৃমি গুহ্যদ্বারের কাছেই থাকে। এই জন্যে, জলের সঙ্গে কুইনাইন্ মিশাইয়া সেই কুইনাইন্-মিশনো জল পিচ্কিরি করিয়া দিলে সুতো কৃমি সব পড়িয়া যায়। আধ ছটাক জলের সঙ্গে ৩।৪ গ্রেন্ কুইনাইন্ মিশাইয়া লইবে।

(১৮) ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা—ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথাকে ডাক্তরের সোর-থ্রোট্ বলেন। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার কুইনাইন্ একটী খুব ভাল অস্থুদ। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা জানিতে পারিয়াই যদি ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাও, স্নান না কর, হিম বাত না লাগাও, একটু গরমে থাক, তবে আর কোন অস্থুদেরই দরকার হয় না; ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সদ্য সারিয়া যায়। তবে, দু চারি দিন কুইনাইন্ খাইলে ভাল হয়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা নির্দ্দোষ সারিয়া যাওয়ার পরও চারি পাঁচ দিন স্নান করিবে না।

(১৯) কুমুরকে বাত—কুমুরকে বাতকে ডাক্তারেরা লম্বেগো বলেন। কুমুরকে বাতে যাঁরা ভুগিয়াছেন, এ রোগের যাতনার কথা

তাঁদের বিশেষ করিয়া বলিতে হবে না। কুমুরকে বাত যখন নূতন হয়, তখন তার যাতনায় আর ব্যথায় নড়িবার চড়িবার যো মোটেই থাকে না। একটু বেশী মাত্রায় রোজ ৩। ৪ বার কুইনাইন্ খাইলে, এমন যে যাতনা যন্ত্রণা, তাও সদ্য সারিয়া যায়। এক এক বারে কুইনাইন্ ১০ গ্রেনের বেশী খাইবার দরকার নাই।

কুইনাইন্ পুরাণ রোগ মাত্রেরই একটী খুব ভাল অসুদ।

(ক) পুরাণ শর্দ্দি কাশিতে কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাইলে ভারি উপকার হয। দুর্ব্বল রোগিদের পুবাণ শর্দ্দি কাশিতে কুইনাইনে আরও উপকার করে।

(খ) পুবাণ পেটের-ব্যামোরও কুই নাইন্

খুব ভাল অসুদ। পুরাণ পেটের-ব্যামোকে বৈদ্যরা গ্রহণী বলেন। গ্রহণীকে সচরাচর লোকে গিরিণি অস্বস্তি বলে।

দৃষ্টান্ত দিবার জন্য এখানে কেবল দুটী পুরাণ রোগের নাম করিলাম। আমার বিশ্বাস, যে রোগই কেন হোক্ না, পুরাণ পড়িয়া গেলে আর রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে তার উপকার হয়ই হয়

(৫) আমাদের দেশের পোনর আনা উনিশ গণ্ডা লোকের বিশ্বাস, গর্ভবতী স্ত্রীদের অসুদ খাইতে নাই—অসুদ খাইলে গর্ভ নষ্ট হয়। এটী সর্ব্বনেশে বিশ্বাস। খালি এই বিশ্বাসেই আমাদের দেশে বছর বছর হাজার হাজার পোআতি আর শিশু মারা পড়ে। তাতেই

বলি, সাধারণের এই সর্ব্বনেশে বিশ্বাস যত শীঘ্র ঘুচাইতে পারা যায়, ততই ভাল। পোআতি-দের যখন কোন অস্থুদই দেয় না; তখন তাদের জ্বর জাড়িতে কুইনাইন্ দিবার ত কথাই হইতে পারে না। অস্থুদ খাইলেই যে গর্ভ নষ্ট হয়, তা নয়। অস্থুদ বুঝে আছে। চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়া যে অস্থুদ দেন, তাতে কখনই গর্ভ নষ্ট হয় না। অস্থুদে ত গর্ভ নষ্ট হয় না; জ্বরেই গর্ভ নষ্ট হয়। তাতেই বলি, যে কুইনাইনে জ্বর ভাল হয়, সে কুই-নাইনে গর্ভ নষ্ট হয না—হইবার কথাও নয়; বরং জ্বর ভাল করিয়া সে কুইনাইনে যথার্থই গর্ভ রক্ষা করে। গর্ভ রক্ষা করিবার জন্যে যাঁরা এত ব্যস্ত, জ্বরে পোআতি-দের কুইনাইন্ খাইতে না দিয়া সাধ

করিয়া তাঁরাই গর্ভ নষ্ট করেন। জ্বরের ধমকে তখনই যদি গর্ভ নষ্ট না হয়—(জ্বরের তাড়শে গর্ভপাত হইতে অনেকেই দেখিয়াছেন)—তবে, বারে বারে জ্বরভোগ করিয়া পোআতি একবারে আধ-মরা হইয়া যায়। পেটের ছেলেও মর-মর হইয়া থাকে। টেনে টুনে পুর মাস পর্য্যন্ত ছেলেটী যদি জীয়ন্ত থাকে ত পোআতির ভাগ্য। চারি ভাগের তিন ভাগ এ রকম পোআতির পেট থেকে জীয়ন্ত ছেলে ভূমিষ্ঠ হয় না। জীয়ন্ত থাকিলে ত জীয়ন্ত ভূমিষ্ঠ হবে! জ্বরে পেটের ছেলে একবারে সিদ্ধ হইয়া যায়। প'চে স'ড়ে গেলে ছেলের যে রকম দুর্দ্দশা হয়, পুর মাসে ভারি রকম জ্বর উপ্‌রো উপ্‌রি হইলে অনেক পোআতির পেট থেকে সেই রকম পচা সড়া ছেলে

ভূমিষ্ঠ হয়। আমি অনেক জায়গায় এ রকম দুর্ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সে রকম পচা, সড়া ছেলে প্রসব করিয়া পোআতি যদি নেয়ে ধুয়ে সুস্থ হইয়া উঠে, তবে গৃহস্থের বড় ভাগ্য। অনেক জায়-গায় জীয়ন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়াও ছেলে দিন কতক মাত্র বাঁচিয়া থাকে। প্রসবের সময় অমন তর আধ-মরা পোআতিদের যে কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে না, তা মনে করিও না। বিপদ্ ঘটিবারই কথা—অনেক জায়গায় ঘটিয়াও থাকে। আমি জানি, অমন তর অনেক পোআতি প্রসবের পরই মরিয়া যায়; সে রকম কাহিল শরীরে প্রসবের যাতনা আর খালাস হওয়ার ধাক্কা সাম্‌লাতে পারে না। জ্বরে ভুগে ভুগে, গায়ে মোটে বল না থাকায় খালাস

হইতে না পারিয়াও অনেক পোআতি মারা পড়ে। এ পাপের ভাগী কে? গর্ভবতী স্ত্রী-দের অসুদ খাইতে নাই বলিয়া যাঁরা ব্যবস্থা দেন, তাঁরাই এ পাপের ভাগী।

আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশে জ্বর হওয়া সহজে বারণ করিতে পার না সত্য; কিন্তু ম্যালেরিয়া-জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন্ থাকিতে পোআতির আর পোআতির পেটের ছেলের অমন দুর্দ্দশা হইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। বিশেষ যখন গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ম্যালে-রিয়া-জ্বরের সেই ব্রহ্মাস্ত্র এত শস্তা আর সর্ব্ব সাধারণের এত সুলভ হইয়াছে।

(৬) কুইনাইন্ খাইলে জ্বর সারে—কুই-নাইন্ খাইলে জ্বর ভাল হয়, লোকে কেবল এইটীই জানে——লোকের কেবল এইটীই

জানা আছে। জ্বর জাড়ির সময় আগে থাকিতে কুইনাইন্ খাইলে জ্বর মোটে হয় না—জ্বর মোটে হইতেই পারে না। কুইনাইনের এ গুণটী লোকের জানা নাই। কুইনাইনের এ গুণটী লোকের জানা নাই বলিয়া, জ্বর না হইলে কেউই কুইনাইনের খোঁজ করে না। চারি দিকে লোকে জ্বরে পড়িতেছে—এ দেখিয়া তুমি যদি রোজ সকালে সন্ধ্যে ৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাও, স্নান আহারের ধরাধর কর, হিম বাত না লাগাও, তবে তুমি জ্বরের হাত এড়াইতে পার। এ ত ঢের আগের কথা বলিলাম। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া কুইনাইন্ খাইলে জ্বরের হাত এড়াইতে পারা যায়। জ্বর হইবার আগে যে সব অসুখ হয়, সে সব অসুখকে জ্বরের পূর্ব্ব-লক্ষণ বলে। জ্বর হইবার

আগে অনেক রকম অসুখ হয়। গা মাটি মাটি করে ; কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না ; বারে বারে হাই উঠে ; আলিস্যি ছাড়িতে হয়; আড়া মোড়া ভাঙিতে হয় ; শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে ; হাতে পায়ে বল থাকে না ; আর হাত পা যেন কুকুরে চিবুতে থাকে। জ্বরের এই গুলি পূর্ব্ব-লক্ষণ জানিবে। এই পূর্ব্ব-লক্ষণ গুলি না মানিয়া যদি দস্তুর মত স্নান আহার কর, তবে নিশ্চয়ই জ্বরে পড়িবে। আহার করিতে ভর সয় না ; শরীরের এ অবস্থায় স্নান করিবা মাত্র কম্প দিয়া জ্বর আসে। আর এই সব পূর্ব্ব-লক্ষণ জানিতে পারিয়া যদি ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাও, গায়ে বেশ করিয়া কাপড় দেও, কোন পরিশ্রম না কর, রৌদ্রে না বেড়াও, জলে না ভেজো, স্নান

আহার না কর, আর খুব গরম গরম এক বাটী চা বা জল-মিশনো দুধ (বেশ গরম) চুমুক দিয়া খাও, তবে জ্বরের হাত নিশ্চয়ই এড়াইতে পার। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের যে রকম উপদ্রব, তাতে এ নিয়মটী সকলেরই যত্ন করিয়া মনে রাখা উচিত।

কারও কারও জ্বরের পূর্ব্ব-লক্ষণ এমন ঠিক্ জানা আছে যে, সে বলিতে পারে আমার আজ্ কি কাল্ জ্বর হবে। পায়ের ডিমে ব্যথা, বাউ-শূলনো, পায়ের গোছের রোঁআর গোড়ায় ব্যথা—এই ক'টী লক্ষণের একটী হইলেই আমি নিশ্চয় জানিতে পারি, আমার জ্বর হইবার আর দেরি নাই। এ লক্ষণ মানিয়া যদি কুইনাইন্ খাই, তবে জ্বর আসে না; না মানি ত জ্বরের হাত এড়াইতে পারি

না। এ লক্ষণ না মানিলে জ্বর যে নিশ্চয়ই হয়, কুইনাইন্ না খাইয়া তা বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিছি।

অনেক কচি ছেলের কান কামড়াইলে হয় সেই দিনই, নয় তার পর দিন জ্বর হয়। এই জন্যে, ছেলের কান কামড়াইতেছে জানিতে পারিলে, অনেক জায়গায় মা বাপে জ্বর হওয়া যেন গুণিয়া বলিতে পারেন।

জ্বর হইবার আগে অনেকের পেট কামড়ায়। কম্প দিয়া জর আসিবার আগে আমার ১৫। ১৬ বছরের একটী ছেলে পেটের কামড়ে অস্থির হয়। পেট কামড়াইলেই কম্প দিয়া জ্বর আসা সে যেন গুণিয়া বলিতে পারে। পেট কামড়াইতেছে বলিলেই আমি তাকে এক বারে ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাও-

খাইয়া দিই। কুইনাইন্ না দিই ত কম্প দিয়া জ্বর আসে।

জ্বর জাড়ির কথা ছাড়িয়া দেও। ওলাউঠোর সময় রোজ সকালে সন্ধ্যে ৫ গ্রেন্ করিয়া কুই-নাইন্ খাইলে, খাওয়া দাওয়ার ধরাধর করিলে, পরিষ্কার জল* খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে, আর রাত্রে বাইরের হাওয়ায় না শুইলে, এই দুরন্ত রোগের হাত এড়াইতে পারা যায়। আগে থাকিতে কুইনাইন্ খাইলে, জ্বরের হাত এড়ান যায়—ওলাউঠোর হাত এড়ান যায়—এ ক'টা

---

* অপরিষ্কার জল খাইযাই বেশীর ভাগ লোক ওলাউঠো রোগে মরে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অপরিষ্কার জল খাওয়াই এ দেশের লোকের নিয়ম। যে জলে স্নান করে, কাপড় কাচে, প্রস্রাব করে, জলশৌচ করে, আরও কত নোংরা কাজ করে, সেই জলই এ দেশের লোকের খাবার জল।

কথা আমাদের দেশের লোকে কেউই যেন না ভোলেন।

কুইনাইনের গুণ——এ পর্য্যন্ত যা বলিলাম, তাতে কেবল কুইনাইনের গুণেরই কথা বলা হইল। কুইনাইনের গুণের কথা এক আধটু বলিতে যা বাকী আছে, এখন তা বলি!

(ক) গাছড়া বলকারক অসুদের মধ্যে কুইনাইন্-ই প্রধান। কুইনাইন্ গাছড়া বলকারক অসুদের রাজা। বলকারক অসুদকে ডাক্তরেরা টনিক্ বলেন। কুইনাইন্ অল্প মাত্রায় (১—৩ গ্রেন্ মাত্রায়) বলকারক—এ কথাটা যেন মনে থাকে। কুইনাইন্ অল্প মাত্রায় খাইলে খিদে বাড়ে—যারা রোগা আর দুর্ব্বল, তাদেরই বেলায় এ কথাটা বেশী খাটে। এই জন্যে, যারা রোগা আর দুর্ব্বল,

অল্প মাত্রায় কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাইলে, তারা বেশ গায়ে সারে আর তাদের বল বাড়ে। যে ঘামে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, অল্প মাত্রায় কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাইলে, খুব কাহিল আর দুর্ব্বল রোগিদের সে ঘাম কমিয়া যায়। ক্ষয়কাশ-রোগে এই রকম ঘাম হয়; আর আর যে সব রোগে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সে সব রোগেও এই রকম ঘাম হয়।

(খ) সাময়িক রোগ ভাল করে (য়্যাণ্টিপরিয়-ডিক্)——যে সব রোগের সময় ধরা আছে, ভাল কথায় সে সব রোগকে সাময়িক রোগ বলে। সাময়িক রোগ ভাল করাই কুইনাইনের বিশেষ গুণ। ম্যালেরিয়া থেকে যে সব রোগ হয়, ধরিতে গেলে প্রায়ই সে সব রোগের সময় ধরা আছে। যে জ্বর

রোজ আসে; যে জ্বর এক দিন অন্তর আসে (এক দিন অন্তর পালা-জ্বর); যে জ্বর দু দিন অন্তর আসে (দু দিন অন্তর পালা-জ্বর), সে সব জ্বর আর স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট্ ফীবর) কুইনাইনে ভাল হয়। ম্যালেরিয়া থেকে শরীরের জায়গায় জায়গায় যে শূলনি আর কামড়* হয়, কুইনাইন্ খাইলে সে শূলনি আর কামড় ভাল হয়—এ কথা এর আগেই বলিছি। ম্যালেরিয়ার ফলে পাত (যকৃত) আর পিলে বাড়িলে, কুইনাইন্ খাইলে তাও কমিয়া ক্রমে সহজ হইয়া যায়।

---

* বাউ-শূল, মাথার কামড়, হাত পায়ের কামড়, দাঁতের গোড়ার শূলনি, চ'কের ভিতর শূলনি, কান কামড়ানো, পেটের কামড় প্রভৃতি শূলনি আর কামড় যত রকম আছে বা হইতে পারে।

(গ) শরীরের জায়গায় জায়গায় শূলনি আর কামড় ম্যালেরিয়ার ফল না হইলেও কুইনাইনে ভাল হয়। এই শূলনি আর কামড় যদি সাময়িক হয়—অর্থাৎ এই শূলনি আর কামড়ের যদি সময় ধরা থাকে, তবে কুইনাইনে আরও উপকার হয়।

(ঘ) জ্বরে রোগীর গায়ের তাত কমাইয়া দেয় ——জ্বরের কারণ যাই কেন হোক্ না, ৫—২০ গ্রেন্ মাত্রায় কুইনাইন্ খাওয়াইলে গায়ের তাত খুবই কমিয়া যায়। কুইনাইনের শক্তিতে গায়ের তাত ১ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টা (দু দিন) পর্য্যন্ত কম থাকে। কুইনাইন্ খাওয়ান বন্ধ করিলে গায়ের তাত আবার বাড়ে। এই জন্যে, গায়ের তাত কমিয়া যতক্ষণ না সহজ হয়, ততক্ষণ নিয়ম করিয়া বারে বারে কুইনাইন্

খাওয়াইতে হয়। আমি ৫ গ্রেন্ মাত্রায় দু ঘণ্টা অন্তর কুইনাইন্ দিয়া থাকি। ভারি রকম জ্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে ১০ গ্রেন্ মাত্রায় দু ঘণ্টা অন্তর কুইনাইন্ দিই। নিয়ুমোনিয়া রোগীর গায়ের তাত, বাতের জ্বরে রোগীর গায়ের তাত, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর গায়ের তাত, পিত্তশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর গায়ের তাত কুইনাইন্ খাওয়াইলে যে কমে, তা বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। বাতশ্লেষ্ম-বিকারকে ডাক্তরেরা টাইফয়িড্ ফীবর্ বলেন; টাইফয়িড্ ফীবরকে এণ্টরিক ফীবরও বলে। পিত্তশ্লেষ্ম-বিকারকে তাঁরা টাইফস্ ফীবর্ বলেন। বাতের জ্বরে ক্ষার অসুদের সঙ্গে কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়।

(ঙ) পূয-সৃষ্টি বা পাকা নিবারণ করে—— শরীরের ভিতরকার কোন যন্ত্রের বা শরীরের আর কোন জায়গার নূতন প্রদাহে কুইনাইন্ নিয়ম করিয়া খাওয়াইলে রোগীর গায়ের তাতও কমে, আবার ব্যথার জায়গায় পূয-সৃষ্টিও (পাকাও) নিবারণ হয়। কুইনাইনের এ গুণের কথা কখনও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। কোনও জায়গা ফুলিলে, রাঙা হইলে, আর তাতে ব্যথা হইলে, ভাল কথায় সে জায়গার প্রদাহ হইয়াছে বলি। প্রদাহকে ডাক্তরেরা ইন্‌ফ্ল্যামেশন্ বলেন।

(চ) রক্তের যে দোষ ঘটিলে শরীরের ভিতর যে সে যন্ত্রে বা যে সে জায়গায় পূয হয়— যে সে যন্ত্র বা যে সে জায়গা পাকে—পচিয়া

যায়, অনেক রকম জ্বরে রক্তের সে দোষ ঘটে। রক্তের সে দোষটা কি? যে জিনি-ষের পচিয়ে দিবার শক্তি আছে*, রক্তে যদি সে জিনিষ গিয়া জোটে, তবেই রক্তের ঐ দোষ ঘটে। সূতিকে জ্বরে, আরও অনেক রকম জ্বরে রক্তের এই দোষ ঘটে। সূতিকে জ্বরকে ডাক্তরেরা পিয়র্পিরাল্ ফীবর্ বলেন। আসল কথাটা সূতিক জ্বর; সচরাচর লোকে সূতিকে জ্বর বলিয়া থাকে। যে সব জ্বরে রক্তের এই দোষ ঘটে, সে সব জ্বরে বেশী মাত্রায় কুইনাইন খাওয়াইলে খুব উপকার হয়। কুইনাইন্ এক এক বারে দশ গ্রেনের বেশী দিবার দরকার নাই। সূতিকে জ্বরে একটী পোআতিকে আমি রোজ ৬০ গ্রেন্

* যেমন খারাপ ঘা'র পচা রস পূয রক্ত।

করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইয়া ভাল করিয়াছিলাম। কোন কোন দিন ৭০ গ্রেনেরও বেশী কুইনাইন্ দিতাম।

(ছ) যে শক্তির অভাবে ঘা শীঘ্র সারিতে চায় না, কুইনাইনের মলম লাগাইলে, ঘা'র সে শক্তি হয়। কুইনাইনের মলমে ঘা'র পচুনি নিবারণ করে। কুইনাইনের কুলি করিলে আল্‌টাক্‌রার পচা ঘা ভাল হয়। কুইনাইন্ দিয়া দাঁত মাজিলে দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া সারে। এ সব কথা এর আগেই বলিছি।

কুইনাইনের তিনটী বিশেষ গুণ সকল চিকিৎসকেরই জানিয়া রাখা উচিত। জানিয়া রাখিলে, ম্যালেরিয়া-জ্বরের চিকিৎসায় তাঁরা কোথাও অপ্রতিভ হইবেন না।

(১) একটী গুণ এই যে, জ্বর-বিচ্ছেদে কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আর আসে না। এই গুণটী সকলের বেশ জানা আছে।

(২) আর একটী গুণ এই যে, জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিয়া, কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আসা বারণ হয়। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ এর আগেই বলিছি। এ গুণটী সকলের বেশ জানা নাই। এ গুণটী যাঁদের জানা আছে, জ্বরের হাত এড়াইবারও উপায় তাঁদের জানা আছে। এই গুণটী প্রথম গুণটীর মত বেশ জানা থাকিলে, গৃহস্থেরা অনেক জায়গায় চিকিৎসার খরচের দায় এড়াইতে পারেন।

(৩) আর একটী গুণ এই যে, কুইনাইন্ খাইলে গায়ের তাত কমে। এই গুণের কথা এই মাত্র বলিছি। এই গুণটী যাঁর ভাল

রকম জানা আছে, তাঁর হাতে ভারি জ্বরেও রোগী মারা যায় না ; তাঁর হাতে রোগীর জ্বর-বিকার হইতে পারে না। কুইনাইনের এই গুণটী আমাদের দেশে মেয়েরাও যখন জানিবে, তখন জ্বরে রোগী আর মরিবে না ; তখন এ দেশে জ্বর-বিকারের নামও থাকিবে না। এ সব কথা এর আগেই বিশেষ করিয়া বলিছি।

বেশী কুইনাইন্ খাইলে কান ঝাঁ ঝাঁ করে, কানে কম শুনা যায়, মাথা ধরে, মাথা ঘোরে, ঘুম হয় না, চকে আলো দেখা যায়, দৃষ্টির একটু গোলমাল ঘটে, ভুল-বকা আসে, কখন কখন গা ন্যাকার ন্যাকার করে আর খিদে মোটেই থাকে না—এই সব লক্ষণ প্রকাশ করিবার ডাক্তরদের একটী কথা আছে।

সে কথাটীকে সিংকোনিজম্ বা কুইনিজম্ বলে। এই সব লক্ষণ প্রকাশ করিবার আমা-দেরও একটী কথা আছে। সে কথাটী আর কি? কুইনাইন্ ধরা। এই সব লক্ষণ বড় জোর দু তিন ঘণ্টা থাকে, তার পর ক্রমে কমিয়া যায়; কিন্তু মাথা-ধরা আর গা-ন্যাকার ন্যাকার শীঘ্র যায় না—অনেক ক্ষণ থাকে। একবারে ২৫ গ্রেন্ বা ৩০ গ্রেনেব বেশী কুইনাইন্ খাইলে মাথা-ধরা খুব বেশী হয়, ভুল-বকা খুব বাড়ে, কানে মোটেই শুনা যায় না, চকে কম দেখা যায়, আর চকের পুত্লো ডাগর হয়। একবারে ৪০০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াও এক জন বাঁচিয়াছিল। এত কুইনাইন্ এক-বারে খাইয়া যে বাঁচা, সে ম'রে বাঁচা। এত

কুইনাইন্ একবারে খাইয়া সে ভয়ানক ভুল বকিছিল, তার সব শরীর একবারে এলিয়ে গিইছিল, তার খেঁচুনি হইবার যো হইছিল, তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের বল খুবই কমিয়া গিই-ছিল, তার শুনিবার শক্তি আর চকের দৃষ্টি একবারে গিইছিল, তার শেষ কাল উপস্থিত হইবার আর অপেক্ষা ছিল না।

এত বেশী মাত্রায় কুইনাইন্ খাইলে হৃৎ-পিণ্ডের পক্ষাঘাত হয়—হৃৎপিণ্ডের কাজ করিবার শক্তি থাকে না; খেঁচুনি হয়; শেষে প্রাণ যায়। খেঁচুনিকে ডাক্তরেরা কন্‌বল্‌শন্স বলেন।

কুইনাইন্ খাইয়া কান ঝাঁ ঝাঁ করিলে, কানে কম শুনিলে আমরা বলি কুইনাইন্ ধ'রেছে। কুইনাইন্ ধরার দরুণ যদি কষ্ট

হয়, তবে ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ খাইলে সে কষ্ট দূর হয়। ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়মের মাত্রা ১০—১৫ গ্রেন্। ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ খাইবার দরকার প্রায়ই হয় না। কুইনাইন্ ধরার কষ্ট আপনিই যায়। খালি পেটে কুইনাইন্ ধরার কষ্ট বেশী জানায়। এই জন্যে, কুইনাইন্ ধরিলে, বল্কা দুধ একটু একটু করিয়া মাঝে মাঝে খাওয়া ভাল।

কুইনাইনের মাত্রা——১—৩ গ্রেন্ মাত্রায় বলকারক (টনিক্); ৩—১০ গ্রেন্ মাত্রায় সাময়িক রোগ-নাশক (য়্যাণ্টিপিরিয়ডিক্)। সাময়িক রোগ বলিলে কি বুঝায়, এর আগেই তা বলিছি।

আরোকে গলাইয়া তার পর জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে কুইনাইনের কাজ খুব শীঘ্র

হয়। কিন্তু এতে কুইনাইনের তিত বিশ গুণ জানায়। ডাইলিয়ুট্ সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিডে (জল-মিশনো মহাদ্রাবকে) গলাইলে কুই-নাইনের তেজ বাড়ে।

খালি জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে কুই-নাইনের তিত বড় একটা জানা যায় না।

বড়ি করিয়া খাইলে কুইনাইনের তিত মোটেই জানিতে পারা যায় না। খালি জল দিয়া তয়ের না করিয়া, এক্‌ষ্ট্রাক্‌ট্ জেন্‌শন্ দিয়া কুইনাইনের বড়ি তয়ের করিলে উপকার বেশী হয়। কেন না, জেন্‌শন্ নিজেই জ্বরঘ্ন। যে অসুদে জ্বর সারে, ভাল কথায় সে অসুদকে জ্বরঘ্ন অসুদ বলে। এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌-শন্ অসুদের দোকানে, ডিস্‌পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া যায়।

তিত বলিয়া যাঁরা কুইনাইন্ খাইতে ডরান্, তাঁদের কুইনাইনের বড়িই খাওয়া ভাল। কেউ কেউ বড়ি গিলিতে পারেন না। যাঁরা বড়ি গিলিতে পারেন না, তাঁরা যেন কুইনাইন্ জলের সঙ্গে মিশাইয়া খান। খালি পেটে খাইলে কুইনাইনের কাজ বেশী হয়।

আফিং, শেঁখো, হীরেকশ—এই তিনটী অষুদের যে সে একটীর সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে কুইনাইনের তেজ বাড়ে। সকল চিকিৎসকের এটী মনে করিয়া রাখা উচিত। শেঁখোকে ডাক্তরেরা আর্সেনিক বলেন। হীরেকষকে তাঁরা সল্‌ফেট্ অব্ আয়র্ণ বলেন।

কুইনাইনের তিত কিসে ঢাকে——কুইনাইন্ যে তিত আর বিকট, তাতে ছোট ছেলেদের কুইনাইন্ খাওয়ান সোজা নয়।

জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিলেই বমি করিয়া ফেলে। এই জন্য, এমন কোন ফিকির করা উচিত, যাতে ছেলেরা কুইনাইনের তিত না জানিতে পারে।

(১) ট্যানিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে কুইনাইনের তিত মোটেই জানিতে পারে না। ১০ গ্রেন্ কুইনাইনের সঙ্গে ২ গ্রেন্ ট্যানিক্ য়্যাসিড্, ৫ গ্রেনের সঙ্গে ১ গ্রেন্, ২॥ গ্রেনের সঙ্গে ॥ আধ গ্রেন—এই নিয়মে মিশাইবে। ট্যানিক য়্যাসিড্-মিশনো কুইনাইনের সঙ্গে একটু চিনি মিশাইয়া লইলে আরও ভাল হয়। ট্যানিক্ য়্যাসিড্ আর চিনি-মিশনো কুইনাইন্ জলে গুলিয়া ঝিনুকে করিয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিবে।

(২) হত্তুকী (হরীতকী) চিবাইয়া খাইয়া, তার পর কুইনাইন্ খাইলে, কুই-নাইনের তিত মোটেই জানিতে পারা যায় না। এই জন্যে, ট্যানিক্ য্যাসিডের বদলে, হত্তুকীর গুঁড়োর সঙ্গে মিশাইলেও কুইনাইনের তিত ঢাকে। শুদ্ধ হত্তুকী বলিয়া নয়, যাতে বেশী কষ আছে, তাতেই কুইনাইনের তিত ঢাকে।

(৩) কাফির (কাওয়ার) সঙ্গে খাইলে, কুইনাইনের তিত কিছুই জানিতে পারা যায় না। খাবার জন্যে চা, কাফি (কাওয়া) কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, আজ্ কা'ল প্রায় সকলেই তা জানেন। কাফির ঘন ক্বাথের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। কাফির সঙ্গে মিশাইয়া-কুইনাইন্ খাইলে দুটী উপকার

হয়। একটী উপকার এই যে, কুইনাইনের তিক্ত জানিতে পারা যায় না। আর একটী উপকার এই যে, কুইনাইনের তেজ বাড়ে। কেন না, কাফি নিজেই জ্বরঘ্ন।

নবজ্বর।

নবজ্বর ৪ রকম। এই ৪ রকম জ্বরের কথা আর এই ৪ রকম জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম এক এক করিয়া বলি।

১। যে জ্বর বেশ ছাড়িয়া গিয়া আবার হয়——এ জ্বর রোজ একবার আসে। এ জ্বর আসিবার সময় শীত বা কম্প হয়; এ জ্বর ছাড়িবার সময় ঘাম হয়; এ জ্বর ছাড়িয়া গেলে রোগীর গা ঠিক্ সহজ গায়ের মত হয়; এ জ্বরের ভোগ ১২ ঘণ্টা (৪ পর); এ জ্বরের

বিচ্ছেদ-কালও ১২ ঘণ্টা (৪ পর)। এ জ্বর সচরাচর সকাল বেলা হয়। আমাদের দেশে এই জ্বরই খুব সাধারণ। এ জ্বরকে ভাল কথায় সবিরাম-জ্বর বলে ; ডাক্তরেরা ইণ্টর্ম্মি-টেণ্ট ফীবর বলেন।

এ জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম এইঃ— জ্বর যে ছাড়িবে—রোগীর ঘাম হইতে যে আরম্ভ হইবে, সেই অমনি ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে। তার পর, দু ঘণ্টা (পাঁচ দণ্ড) অন্তর ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ চারি বার খাওয়াইবে। তার পব, জ্বর আসিবার দু ঘণ্টা আগে ফের ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। মনে কর, আজ্ বেলা ৮টার সময় জ্বর আসিল।

সেই জ্বর রাত্রি ৮টার সময় ছাড়িল। জ্বর যেমন ছাড়িল, অর্থাৎ যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ১০ গ্রেন্ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। তার পর, দু ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ রাত্রে ১০ টার সময় একবার, ১২টার সময় একবার, ২ টোর সময় একবার, ৪টের সময় এক বার, ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে। ভোর ৬টার সময়, অর্থাৎ আবার জ্বর আসিবার দু ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেন্ কুই-নাইন্ খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কিন্তু জ্বর আসিল না। তিন ঘণ্টা রোগীকে অসুদ দিলে না। বেলা ১১ টার সময় ২ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিলে। বেলা ২ টোর সময় আর ২ গ্রেন্ দিলে। তার পর, ৬ টার সময় ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্

খাওয়াইয়া দিলে। যে সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া যদি সে সময় জ্বর আসিতে না দেও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর আসে। তাতেই বলিতেছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, সে সময় জ্বর না আসিলে, তার দশ ঘণ্টা পরে ১০ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। তার পর দেখিলে, রাত্রি ৮টার সময়ও জ্বর আসিল না। তখন নিশ্চিন্ত হইলে। রাত্রে আর কুইনাইন না দিলেও চলে। তার পর দিন থেকে ৮ দিন পর্য্যন্ত রোজ ৩ বার (সকালে, দুপরে, আর সন্ধ্যার আগে) ৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন খাওয়ান চাই। কেন না, যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন না

খাওয়াও, তবে আট দিনের দিন আবার জ্বর আসে।

২। যে জ্বর একবারে ছাড়িয়া যায় না—— এ জ্বরের প্রকোপ কেবল একটু কমে—গায়ের তাত কেবল একটু কম হয় মাত্র; অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসে। এ জ্বরের প্রকোপ হইবার সময় এক আধটু শীত বোধ হইতে পারে; কিন্তু কম্প কখনও হয় না। এ জ্বরের প্রকোপ কমিবার সময় বেশ যে ঘাম হওয়া, তা হয় না। তবে গায়ের জায়গায় জায়গায় এক আধটু ঘাম হইতে পারে। এ জ্বরের প্রকোপ ১৪ ঘণ্টা (সাড়ে চারি পরের উপর) থাকে; ১০ ঘণ্টা (৩ পরের কিছু বেশী) কাল এ জ্বরের প্রকোপ কম থাকে। এ জ্বরকে ভাল কথায় স্বল্পবিরাম-

জ্বর বলে ; ডাক্তরেরা রিমিটেণ্ট ফীবর বলেন।

এ জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম এইঃ——জ্বরের প্রকোপ যে কমিবে— গায়ের তাত যে একটু কমিবে, সেই অমনি ৫ গ্রেন্ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিবে। তার পর, যতক্ষণ গায়ের তাত কম থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর ৫গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে। গায়ের তাত বাড়ার, অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসার সময় উৎরে গেলে, দু ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দিবে। জ্বরের উপর জ্বর আসা যদি এক দিনেই বন্ধ হইয়া যায় ত ভালই। নৈলে, যে ক দিন জ্বরের উপর জ্বর আসা বন্ধ না হবে, সে ক দিন ঠিক্ এই নিয়মে অসুদ খাওয়াইবে। জ্বরের উপর জ্বর আসা বন্ধ হইলে——গা বেশ জুড়াইয়া

গেলে, রোজ ৩ বার (সকালে, দুপরে, আর সন্ধ্যার আগে,) ৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবে।

লিবরে (যকৃতে, পাতে) রক্ত জমিলে জ্বরের উপর জ্বর আসা বন্ধ করা বা জ্বর ছাড়ান মস্কিল হইয়া পড়ে। এই জন্যে, কুইনাইন্ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে লিবরের উপর (ডাইন কোঁকে) টিংচর আয়োডীন্ লাগাইয়া দিবে। জ্বালা ধরিলেই লিবরে (যকৃতে, পাতে) রক্ত-জমা ঘুচিয়া যাবে। রক্ত-জমা ঘুচিয়া গেলেই জ্বরের উপর জ্বর আসা বন্ধ হইয়া যায়।

যে জ্বর বেশ ছাড়িয়া গিয়া আবার হয়, লিবরে (যকৃতে, পাতে) রক্ত জমিলে, সে জ্বরও ছাড়ান মস্কিল হইয়া পড়ে। এ রকম ঘটিলে ডাইন কোঁকে (লিবরের

উপর) টিংচর আয়োডীন্ লাগাইবে।

৩। পালা-জ্বর। পালা-জ্বর দু রকম। এই দু রকম পালা-জ্বরের কথা, আর এই দু রকম পালা-জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম এক এক করিয়া বলি।

(ক) যে জ্বর এক দিন অন্তর আসে—— একে এক দিন অন্তর পালা-জ্বর বলে। সাধারণ লোকে এ জ্বরকে "এক খেয়ে" জ্বর বলে। এ জ্বরের ভোগ ৮ ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাল ১৬ ঘণ্টার কম নয়। এ রকম জ্বর সচরাচর দুপর বেলা হয়। জ্বর আসিবার আগে প্রায়ই কম্প হইয়া থাকে।

এ জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম এইঃ——মনে কর, রবিবারের দিন দুপরের সময় কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তার পর রাত্রি

৮-টার সময় ঘাম দিয়া সেই জ্বর ছাড়িল। যে জ্বর ছাড়িল, সেই ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলে। তার পর, মঙ্গলবারের দিন (সেই দিন জ্বরের পালা) বেলা ৮টা পর্য্যন্ত ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াও। তার পর বেলা ১০টার সময় ১০গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াও। বেলা দুপরের সময় যে জ্বর আসিবার কথা, সে জ্বর আর আসিবে না। মঙ্গলবারের দিন বেলা দুপরের সময় পালা বন্ধ হইযা গেল। তার পর, বৃহস্পতিবারের দিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত আবার দু গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াও। তার পর, বেলা ১০ টার সময় ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াও। বৃহস্পতিবারের দিন বেলা দুপরের পর থেকে শনিবারের দিন বেলা ৮টা

পর্য্যন্ত ১ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াও। তার পর, বেলা ১০টার সময় ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াও। এই রকম করিয়া তিন পালা বন্ধ হইয়া গেলে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ১৪। ১৫ দিন পর্য্যন্ত রোজ তিন বার (সকালে, দুপরে, সন্ধ্যে,) ৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াবে। এক দিন অন্তর পালা-জ্বরে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার পর যদি আর কুইনাইন্ না খাওয়াও,তবে ১৪ কি ১৫দিনের দিন আবার জ্বর আসে। তাতেই বলিতেছি, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ১৪ কি ১৫ দিন পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়া রোজ তিন বার কুইনাইন্ খাওয়ানো বড় দরকার।

(খ) যে জ্বর দু দিন অন্তর আসে—একে দু দিন অন্তর পালা-জ্বর বলে। এ

জ্বরের ভোগ ৬ ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাল ১৮ ঘণ্টার কম নয়। এ জ্বর সচরাচর বিকেল বেলা হয়। এক দিন অন্তর পালা-জ্বরের চেয়ে দু দিন অন্তর পালা-জ্বর শক্ত। দু দিন অন্তর পালা-জ্বরে শীত বা কম্প সব চেয়ে অনেক ক্ষণ থাকে। দু দিন অন্তর পালা-জ্বর কম।

এ জ্বরে কুইনাইন খাওয়ানের নিয়ম এইঃ——এক দিন অন্তর পালা-জ্বরে যে নিয়মে কুইনাইন্ খাইতে বলিছি, দু দিন অন্তর পালা-জ্বরেও ঠিক্ সেই নিয়মে কুইনাইন্ খাবে। উপ্‌রো-উপ্‌রি তিন পালা বন্ধ হইয়া গেলে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ২১ কি ২২ দিন পর্য্যন্ত রোজ তিন বার ৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ খাবে। দু দিন অন্তর পালা-জ্বরে

প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার পর, যদি আর কুইনাইন্ না খাও, তবে ২১ কি ২২ দিনের দিন আবার জ্বর আসে। তাতেই বলিতেছি, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ২১ কি ২২ দিন পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়া রোজ তিন বার কুইনাইন্ খাওয়ার বড় দরকার।

৪। যে জ্বর রোজ দু বার আসে——একে দুকালীন-জ্বর বলে। এ জ্বরের নামে লোকে ডরায়। এ বড় শক্ত জ্বর। এ জ্বর ছাড়ান বড় শক্ত। অনেক দিনের হইলে জ্বর ছাড়ান বড় শক্ত হইয়া পড়ে। এ জ্বরের সঙ্গে যদি পিলে পাত থাকে, তবে রোগীকে বাঁচানই ভার। দিনের বেলায় যে সময় জ্বর আসে, রাত্রেও ঠিক্ সেই সময় জ্বর আসে। কখন কখন এ নিয়মের একটু এদিক ওদিক হয়।

এ জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম এইঃ—যে জ্বর রোজ একবার আসে, জ্বর ছাড়িলে সে জ্বরে যে রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, এর আগেই তা বলিছি। দুকালীন-জ্বরে তারও চেয়ে বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন্ খাওয়ান চাই। কেন না, যে জ্বর রোজ দুবার আসে, সে জ্বরের বিচ্ছেদ-কাল কম—চারি, পাঁচ, কি বড় জোর ৬ ঘণ্টা। জ্বর যে ছাড়িবে, সেই অমনি ১০ গ্রেন্ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিবে। জ্বর আসার এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা আগে, ফের ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিবে। এর মাঝখানে যে সময় টুকু পাবে, তারই মধ্যে ৫ গ্রেন্ করিয়া দু বার কুইনাইন্ খাওয়ান চাই। দিনের বেলায় জ্বর-বিচ্ছেদে যে নিয়মে কুইনাইন্ দিবে, রাত্রেও জ্বর-বিচ্ছেদ ঠিক্ সেই

নিয়মে কুইনাইন্ খাওয়াইবে। এ রকম ধরাধর করিলে সদ্যই জ্বর আসা বন্ধ হইতে পারে। যাই হোক্, যে ক দিন জ্বর আসা বন্ধ না হবে, সে ক দিন এই নিয়মে কুইনাইন্ খাওয়াইবে। তার পর, জ্বর আসা বন্ধ হইলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত রোজ তিন বার করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে।

এখানে যে চারি রকম জ্বরের কথা বলিলাম, সেই চারি রকমই জ্বর সচরাচর ঘটে। এই চারি রকম জ্বর ছাড়া আরও সাত রকম জ্বর আছে। সে সাত রকম জ্বরও সবিরাম-জ্বর। সে সাত রকম জ্বরের কথা এক এক করিয়া বলি।

(ক) জ্বর রোজ একবার আসে; কিন্তু এক দিন অন্তর জ্বরের ভোগ আর তেজ বাড়ে।

(খ) এক দিন দু বার জ্বর আসে; তার পর দিন এক বার জ্বর আসে।

(গ) এক দিন অন্তর দু বার জ্বর হয়।

(ঘ) দু দিন উপ্‌রোউপ্‌রি জ্বর হয়; তার পর দিন ভাল যায়। তবেই, কেবল তিন দিনের দিন জ্বর থাকে না।

(ঙ) জ্বরের দিন দু বার জ্বর হয়; তার পর উপ্‌রোউপ্‌রি দু দিন ভাল যায়।

(চ) উপ্‌রো-উপ্‌রি দু দিন অল্প জ্বর হয়! তিন দিনের দিন ভারি জ্বর আসে।

(ছ) পাঁচ দিন অন্তর, সাত দিন অন্তর, আট দিন অন্তর, ন দিন অন্তর, দশ দিন অন্তর, এক মাস অন্তর, কি এক বছর অন্তর জ্বর হয়।

আগে যে চারি রকম জ্বরের কথা বলিছি, সে চারি রকম জ্বরে যে নিয়ম করিয়া কুই-

নাইন্ খাওয়াইতে হয়, এ সাত রকম জ্বরেও ঠিক্ সেই নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে।

পুরাণ জ্বর।

নবজ্বর যে ক রকম, পুরাণ জ্বরও সেই ক রকম। যেমন

১। পুরাণ সবিরাম-জ্বর।

২। পুরাণ স্বল্পবিরাম-জ্বর।

৩। পুরাণ পালা-জ্বর।

৪। পুরাণ দুকালীন-জ্বর।

এ ছাড়া, শেষে যে সাত রকম জ্বরের কথা বলিছি, সে সাত রকম জ্বরও পুরাণ হইতে পারে—হইয়াও থাকে।

নবজ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার যে নিয়ম

বলিছি, পুরাণ জ্বরেও ঠিক্ সেই নিয়মে কুই-নাইন্ খাওয়াইবে। তবে নবজ্বর ফৌজদারি হঙ্গাম বলিয়া তাতে যত ধরাধর আর বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, পুরাণ-জ্বরে তত ধরাধর আর বাঁধাবাঁধি করিবার দরকার প্রায়ই হয় না। তবে পুরাণ জ্বরে জ্বর ছাড়ান শক্ত হইয়া পড়িলে, খুব ধরাধর আর বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়।

জ্বর যত পুরাণ হয়, উপসর্গ তত আসিয়া জোটে। পিলে, পাত (যকৃত), ন্যাবা (কামল), শোথ, উদরী, পেটের-ব্যামো, কাশি, নাক দিয়া রক্ত-পড়া, মুখ-রোগ—মোটা-মুটি ধরিতে গেলে, পুরাণ জ্বরের এই উপসর্গ গুলিই সচরাচর ঘটে। পুরাণ জ্বরে পথ্যের ধরাধর যারা যত কম করে, উপসর্গ তাদের

তত বেশী হয়। পুরাণ জ্বরে পথ্যের ধরাধর করাই উপসর্গ নিবারণের প্রধান উপায় জানিবে।

নবজ্বরে পথ্যের ধরাধর করিবার কথা বলিয়া দিতে হয় না। নবজরে স্নান আহার নিষেধ—এ কথা সকলেই জানে। এই জন্যে, নবজ্বরে পথ্যের ব্যবস্থার কথা এখানে বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। পুরাণ জ্বরে পথ্যের ধরাধর কেউ করে না—পথ্যের ধরাধর করিতে কেউ বলে না। এই জন্যে, পুরাণ জ্বরে পথ্যের ধরাধরের কথা এখানে বিশেষ করিয়া বলিলাম।

পথ্য।

পথ্যের ধরাধর না করিলে শুদ্ধ অম্লদে

কিছুই করিতে পারে না। 'যা করে না বৈদ্য, তা করে পথ্য'—এ কথাটী বড় কাজের কথা। "বিনাপি ভৈষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে। নতুপথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি।"

বিনা অসুদে, খালি পথ্যের গুণে রোগ সারে। কিন্তু পথ্যের ধরাধর না করিলে শত শত অসুদেও কিছু করিতে পারে না। রোগের চিকিৎসায় এর চেয়ে ভাল কথা আর নাই। যাঁর জ্ঞান যত কম, যাঁর শিক্ষা যত কম, রোগকে তিনি তত কম ভয় করেন; সাবধানও তিনি তত কম। এই জন্যে, ইতর লোকের মধ্যে পথ্যের ধরাধর করিবার পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। আর এই জন্যেই, পুরাণ জ্বরে ইতর লোকই বেশী মরে। রোজ জ্বর হয়, হাত পা ফুলিয়াছে, কাশি

আছে, পেটের-ব্যামোও আছে—জিজ্ঞাসা করিলে ইতর লোকের মধ্যে এমন রোগীও বলে—আমি দু বেলা ভাত খাই, আর রোজ স্নান করি—নাওয়া খাওয়া মোর বেশ সয়। এখন দেখ, এ রকম রোগীকে শুদু অসুদ খাওয়াইয়া ভাল করিতে পারা যায় কি না? কখনই না। পথ্যের ধরাধর যদি না করে, ধন্বন্তরি গুলিয়া খাওয়াইলেও এ রকম রোগীকে ভাল করিতে পারা যায় না। চারি বছরের বেশী হইল, ইতর লোকের পুরাণ জ্বরের আর পুরাণ জ্বরের নানা রকম উপসর্গের চিকিৎসা করিতেছি। ইতর লোকে পথ্যের যে কিছু ধরাধর করে না, আগে তা এত বিশেষ করিয়া জানিতাম না। স্নান করিতে পাবে না—ভাত খেতে পাবে না

বলিলে, ইতর লোকে আঁত্‌কে উঠে। ছেলেকে ভাত দিতে পাবে না বলিলে, ছেলে লইয়া পলায়—ভাত না দিয়া ছেলে রাখিতে পারিব কি না, বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি বলিয়া চলিয়া যায়। জ্বর থাকিতে ভাত ছোঁবে না, বার বার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেও, যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করে—তবে ভাত এক বেলাও খেতে পাব না? স্নান মোটেই করিব না? এ ছাড়া, মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়া দিলেও, যে ক দিন অসুদ খায়, ইতর লোকে কেবল সেই ক দিনই পথ্যের ধরাধর করে। অসুদ ফুরাইয়া গেলে পথ্যের ধরাধর আর করে না—পথ্যের ধরা-ধর করা আর দরকার তারা তা জানেই না—তাদের সে ধারণাই নাই। চারি দিনের

অসুদ লইয়া গেল। সে চারি দিন স্নানও করিল না—আহারও করিল না—পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ঠিক্ সেই রকম ধরাধর করিল। অসুদ ফুরাইয়া গেল। কাজের গতিকেই হোক্, আর পয়সা জুটাইতে না পারিয়াই হোক্, ৫।৭ দিন সে আর অসুদ লইয়া যাইতে পারিল না। সে জানে, অসুদ খাইলেই পথ্যের ধরাধর করিতে হয়। এখন ত অসুদ খাইতেছি না, পথ্যের আর ধরাধর করিবার দরকার কি? কাজেই, আগের মত সে নির্ব্বিঘ্নে স্নান আহার করিতে লাগিল। চারি দিন অসুদ খাইয়া আর পথ্যের ধরাধর করিয়া, তার রোগ একটু নরম পড়িয়াছিল। ফের অত্যাচার করায় তার রোগ আবার খুব বাড়িয়া গেল। অসুদ খেয়ে

ত মোর কিছুই হইল না। জ্বর, কাশি, পেটের-ব্যামো, আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি। বাড়তির ভাগ এই দেখ, হাত পা সব র'সেছে —ফিরে বারে আসিয়া রোগী এই রকম পরিচয় দিল। রোগীর এ রকম পরিচয়ে চিকিৎসকের অপ্রতিভ হইবার কথা। যে ক দিন অসুদ খায়, ইতর লোকে কেবল সেই ক দিনই পথ্যের ধরাধর করে। অসুদ ফুরাইয়া গেলে তারা পথ্যের আর ধরাধর করে না। এ সন্ধান জানিয়া অবধি তাদের এ রকম পরিচয়ে আমি আর অপ্রতিভ হই না। এ রকম পরিচয় পাইলেই রোগ বাড়ার কারণ অমনি খপ করিয়া ধরিয়া ফেলি। চারি দিনের অসুদ দিইছিলে। সে চারি দিন ভাতও খাই নাই, স্নানও করি নাই। আজ দু দিন অসুদ

ফুরাইয়াছে। এ দু দিন ভাতও খাইতেছি, স্নানও করিতেছি। ইতর লোকের কাছে এ রকম পরিচয় সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কা'ল থেকে ত ভাত খেতে পাব না; কা'ল থেকে অসুদ খেতে হবে; আজ রাতে দুটো ভাত খাইয়া লই। ইতর লোকের বোলই এই। ইতর লোকের এ ভুল শুধ্রে দিতে না পারিলে, তাদের ব্যামো ভাল করিতে পারা যায় না। ভদ্র লোকের মধ্যে এ রকম ভুলের পরিচয় পাওয়া যায় না; তা নয়। এখন এ সব বিশেষ জানিতে পারিয়াছি। এই জন্যে, পথ্যের কথা এখানে বিশেষ করিয়া বলিলাম।

জ্বর থাকিতে ভাত খাওয়া হবে না। জ্বর বেশ সারিয়া গেলে—আট দিন বিজ্বর থাকিলে তবে ন দিনের দিন থেকে এক বেলা করিয়া

পুরাণ চাইলের চারটী ভাত, মাছের ঝোল, আর দুধ খাবে। পান্ত ভাত ছোঁবে না—টক মোটে খাবে না। পোনর দিন এক বেলা ভাত খাবে, আর এক বেলা দুধ-সাগু কি দুধ-ম্যারারুট খাবে। বরাবরই খিদে রেখে খাবে। কেন না, অগ্নিই পরমায়ু। অগ্নিমন্দ না হইলে কোন রোগই হয় না। অগ্নি থাকিতে কোন রোগ কাছে আসিতে পারে না।

এক বেলা ভাত খাবে বলিলে, অনেক রোগী আর এক বেলা রুটি খাইবার ব্যবস্থা আপনিই করিয়া লয়। এ ব্যবস্থা ভাল নয়। রোগীর পক্ষে রুটি ভাল পথ্য নয়। অগ্নির জোর খুব না থাকিলে রুটি পরিপাক হয় না। রোগীর অগ্নির জোর কোথায় ? সে কেবল খড়ের আগুন। সুঁদরির কুঁদো চাপাইলেই সে

আগুন নিবিয়া যায়। কাটা কুটো, খুঁচি খাঁচা দিয়া জমকাইয়া দিতে পারিলে সে আগুনে ক্রমে ক্রমে সুঁদরির কুঁদো ধরিতে পারে।

জ্বর থাকিতে ভাত খাওয়া যেমন কুপথ্য, স্নান করা তার চেয়ে ঢের বেশী কুপথ্য। ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নানের বাড়া কুপথ্য আর নাই।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নান ভারি কুপথ্য।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নান মোটেই সয় না। এই জন্যে, ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নানটা ভারি নিষেধ। স্নানের ধরাধর না করিলে ম্যালেরিয়া-জ্বরের হাত এড়ান মস্কিল। শরীর খুব সুস্থ আর খুব সবল না হইলে স্নান করা হবে না। খুব সৈয়ে সৈয়ে স্নান অভ্যাস করা চাই। প্রথম প্রথম অল্প গরম জলে স্নান করিবে—তার পর

ক্রমে সৈয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা অভ্যাস করিবে। ম্যালেরিয়া-জ্বরের রোগী যত গরমে থাকিবে, ততই ভাল। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগী যতক্ষণ গ্রীষ্ম বোধ করিবে, তত ক্ষণ তার জ্বর হওয়ার ভয় নাই—এ কথাটা যেন সকলেরই মনে থাকে। পাড়াগাঁয়ে পোনর আনা লোক জ্বর থেকে উঠে স্নান করিয়া আবার জ্বরে পড়ে। কুইনাইন্ খাইয়া বেশ ভাল হইয়া যাঁরা আর জ্বরে পড়িতে না চান, তাঁদের এ কথাটা যেন মনে থাকে। পুরাণ-জ্বরে রোগী যত জীর্ণ হয়, স্নান তার পক্ষে তত নিষেধ জানিবে।

আমাদের দেশে ভদ্র লোকের স্ত্রীলোকেরা সকাল বেলা স্নান করে, বিকেল বেলা গা ধোয়। ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নান নিষেধ বলিয়া

তাদের কাছে পার পাওয়া যায় না। স্নান করিও না বলিলে, তারা সকাল বেলার স্নান বন্ধ করিয়া বিকেল বেলা গা ধুইয়া থাকে। গা-ধোআকে—জলে নাবিয়া গলা পর্য্যন্ত ডুবানকে তারা স্নান করা বলে না। তাতেই বলিতেছি, মেয়েদের জন্যে যাঁরা কুইনাইন্ কিনিবেন, বিকেল বেলার গা-ধোআ বন্ধ করিয়া না দিলে, তাঁদের পয়সা খরচ সার্থক হবে না।

পিলে পাত যাঁর যত বড়, আহারের তাঁর তত ধরাধর করা চাই। পিলে, পাত ডাগর হইলে, আহারের বিশেষ ধরাধর না করিলে, পেটের-ব্যামোটী শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বর থাকিতে ভাত ত মোটেই খাবে না। দুধ-সাগু, দুধ-ম্যারারুট্

কি শুধু দুধ ছাড়া আর কিছু খাবে না। জ্বর বন্ধ হইয়া গেলেও, পিলে পাত যত দিন না লুকাইবে, তত দিন কেবল এক বেলাই ভাত খাবে —তাও খিদে রেখে খাবে। ও বেলা খেতে পাবে না বলিয়া যেন এক বেলায় তিন বেলার খোরাক পেটে বোঝাই দিও না। সে রকম যদি করিতে চাও, তবে তার চেয়ে তোমার দু বেলা দুটি দুটি খাওয়া ভাল। পিলে পাত যদি শীঘ্র কমাইতে চাও, তবে রোজ তিনবার ৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাবে আর কুইনাইন্ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহারের ধরাধর করিবে। অগ্নির জোর যত বাড়িবে, পিলে, পাত তত শীঘ্র কমিবে। খিদে রেখে খাও ত অগ্নির জোর ক্রমে বাড়িবে, বৈ কমিবে না। পিলে, পাত যত দিন না লুকাইবে, তত দিন স্নান করা হবে

না। এ ছাড়া, পিলে পাত কমাইবার জন্যে, পিলে পাতের উপর টিংচর আয়োডিন লাগাইবে।

ম্যালেরিয়া* ।

ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়াই দেশ বিদেশে যে "কুইনাইনের" নাম যশ পরিচয, সে "কুইনাইনের" বৈতে ম্যালেরিয়ার কথা কিছু থাকা বড় দরকার। তাতেই ম্যালেরিয়ার কথা এখানে দু একটী বলিলাম।

সবিরাম-জ্বরের আর স্বল্পবিরাম-জ্বরের আসল কারণ ম্যালেরিয়া। এই জন্যে, এ দু রকম জ্বরকে ম্যালেরিয়া-জ্বর বলে। ম্যালেরিয়া

---

* ম্যালেরিয়ার কথা শরীর-পালনে বিশেষ করিয়া লেখা আছে।

শরীরের মধ্যে যত অধিক প্রবেশ করে, জ্বরও তত বাঁকা আর শক্ত হয়। ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্যে কেমন করিয়া প্রবেশ করে ? নিশ্বাসের সঙ্গে আর খাবার জলের সঙ্গে। নিশ্বাসের সঙ্গে ফুল্‌কোর ভিতর যায়। খাবার জলের সঙ্গে পেটের ভিতর যায়। জলে ম্যালেরিয়া গলিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জিনিশটী কি ? ম্যালেরিয়া এক রকম গ্যাস্। গ্যাস্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা বাষ্প। ভিজে মাটি শুকাইবার সময় সেই গ্যাস্ (বাষ্প) মাটি থেকে উঠে। এই জন্যে, আমাদের দেশে বর্ষার শেষে, শরতের রোদের (রৌদ্রের) যখন ভারি তেজ হয়, তখনই জ্বরের এত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। এই বাষ্পকে

ডাক্তরেরা ম্যালেরিয়া বলেন। জীবন নষ্ট করিবার শক্তি ম্যালেরিয়ার খুবই আছে। একবারে অধিক ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে জীবন তখনই নষ্ট হয়। গদখালি, শ্রীনগর, উলো প্রভৃতি গ্রামের মহামারীর কথা শুনিয়া থাকিবে। সেই মহামারীর সময় কেউ দু ঘণ্টার মধ্যে, কেউ তিন ঘণ্টার মধ্যে, কেউ চারি ঘণ্টার মধ্যে মরিয়াছিল। এতে ম্যালেরিয়াকে বিষ না বলিয়া আর কি বলিবে? বাঁকা বা শক্ত জ্বরের লক্ষণ দেখিলেই ঠিক্ করিবে যে, শরীরের মধ্যে এই বিষ অধিক আছে। কাযেই, সাহস করিয়া ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন্ উচিত মত ব্যবহার করিতে না পারিলে রোগীর মৃত্যু এক রকম নিশ্চিত— তবেই দেখ, সহজ, বাঁকা, কি শক্ত জ্বরের লক্ষণ

জানিয়া রাখা দরকার কি না? তা নৈলে, শরীরে বেশী ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কি কম ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তা জানিবারও আর উপায় নাই।

অনেকের বিশ্বাস, ম্যালেরিয়া-জ্বর কেবল পাড়াগাঁয়েতেই হয়; শহরে বা শহরের মত জায়গায় হয় না। দশ বার বছর হইল, কলিকাতার এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে ১৪।১৫ বছরের একটী ছেলের চিকিৎসা করিতে গিইছিলাম। ছেলেটীর স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) হইছিল। ছেলের বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি জ্বর? আমি বলিলাম ম্যালেরিয়া-জ্বর। কলিকাতায় ম্যালেরিয়া-জ্বর! কলিকাতায় ত ম্যালেরিয়া নাই; তবে ম্যালেরিয়া-জ্বর কোথা থেকে আসিল?

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি যে রকম সহজে হয়, তাতে ম্যালেরিয়া জন্মিতে পারে না, বা ম্যালেরিয়া নাই, পৃথিবীতে এমন জায়গা আছে কি না, জানি না—যদি থাকে ত খুবই কম আছে। তবে কোটা বালাখানা ইমারত বেশী বলিয়া শহরে ম্যালেরিয়া তেমন গা মেলিয়া চলা ফেরা করিতে পারে না। এই জন্যে, পাড়াগাঁয়ের চেয়ে শহরে ম্যালেরিয়ার বাড়া-বাড়ি কম—তফাত এই। এই বলিয়া তাঁর ভুল শুধ্রে দিলাম।

সম্পূর্ণ।